ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 November, 2019 ■ আগরতলা, ৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২২ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অপেক্ষার অবসান বহু প্রতিক্ষিত অযোধ্যা মামলার আজ রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লী, ৮ নভেম্বর।। অপেক্ষার অবসান। বহু প্রতিক্ষিত অযোধ্যা মামলায় আগামিকাল রায় ঘোষণা করতে চলেছে সুপ্রিম কোর্ট। জানা গিয়েছে, আগামিকাল সকাল সাড়ে ১০টায় এই মামলায় রায় ঘোষণার সম্ভাবনা।

গত ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে অযোধ্যা জমি বিতর্কের শুনানি শেষ হয়। তবে সে সময় কোনও রায় ঘোষণা করেনি সর্বোচ্চ আদালত। এদিকে, আগামী ১৭ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। তার আগে এই মামলার রায়দান হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল। এর মধ্যেই রাতে সেই মতো প্রশাসনিক মহলে সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যসচিব রাজেন্দ্র কুমার তিওয়ারি এবং পুলিশ প্রধান ওম প্রকাশ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি গগৈ। এই জল্পনার মধ্যেই এদিন রাতে অয়োধ্যা মামলায় রায় ঘোষণার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল।

এদিকে, অযোধ্যার আশপাশে অনেক গ্রামেই এখন উড়তে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ ড্রোন। ৩০টি বম্ব স্কোয়াড চলে গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতেই। অযোধ্যার অধিকাংশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি। চলবে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সেখানে চার হাজার আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ান পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে ষোলো হাজার পুলিশকর্মী। থমথমে শহরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

শুক্রবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় 'শিক্ষক পদে ৫৫৭টি অফার ছাড়া হল, নিযুক্তি শিক্ষায় অনুন্নত ব্লক এলাকার স্কুলে', এই শিরোনামে এবং প্রতিবেদনে ৫৫৭ এর স্থলে পড়তে হবে ৪৫৭। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভায় বিরোধী সিপিআইএম উপনেতা বাদল চৌধুরীকে চার দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটি দিতেই পুলিশ বাদল চৌধুরীকে আদালতে সোর্পদ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায়। কিন্তু আদালত পুলিশের আবেদনে রায়দান আজ স্থগিত রেখেছে। আগামী ১১ নভেম্বর বাদল চৌধুরীকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদনের শুনানি হবে।

আজ শুক্রবার জিবি হাসপাতাল থেকে বাদল চৌধুরীকে ছুটি দেওয়া হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের দাবি, বাদল চৌধুরী এখন যথেষ্ট সুস্থ। তাই তাঁকে হাসপাতালে রাখার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে বোর্ড মনে করে না। হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটি দিতেই পুলিশ আজই বাদল চৌধুরীকে পশ্চিম জেলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করে। আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ ও টিএসআর আদালত চত্বরে মোতায়েন ছিল।

শুক্রবার প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করেছে। ছবি নিজস্ব।

এদিন, আদালতে বাদল চৌধুরী দীর্ঘ ২০ মিনিট তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, তিনি আদালতের কাছে প্রাণনাশের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। তিনি আদালতে অভিযোগ করে বলেছেন, পুলিশের ওপর মহলের আধিকারিকরা তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছেন।

এদিকে, আদালতে বাদি ও বিবাদি উভয় পক্ষের আইনজীবীরা সওয়াল করেছেন । সরকারি কেঁসুলি আদালতে বাদল চৌধুরীর পুলিশ রিমান্ডের পক্ষে সওয়াল করেন । তেমনি পুলিশ রিমান্ডের বিরোধিতায় বাদল চৌধুরীর আইনজীবী আদালতে বক্তব্য তুলে ধরেছেন ।

শুনানি শেষে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশ বাদল চৌধুরীর সাতদিনের রিমান্ড চেয়েছিল। কিন্তু আদালত আজ পুলিশের ওই আবেদনের রায়দান স্থগিত রেখেছে। আদালত বাদল চৌধুরীকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে। ওইদিন বিশেষ আদালতে ওই মামলার শুনানি হবে।

এদিকে, বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ বলেন, আদালত বাদল চৌধুরীকে জেল হাজতে তাঁর পদ অনুযায়ী সমস্ত মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তিনি জানান, আদালতে বাদল চৌধুরী তাঁর সাথে পুলিশের আচরণ এবং তাঁকে মেরে ফেলার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আদালত সমস্ত বক্তব্য শুনে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত বাদল চৌধুরীকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। পুরুষোত্তমবাবু বলেন, বাদল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবালয়ে পশু বলি নিষিদ্ধ হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় দেবালয়ে পশু বলি নিষিদ্ধে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আজ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি আর এফ নারিমন এবং বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের ডিভিশন বেঞ্চ ওই আদেশ জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, অবসরপ্রাপ্ত দায়রা আদালতের বিচারক সুভাষ ভট্টাচার্যী ত্রিপুরা হাইকোর্টে দেবালয়ে পশু বলি বন্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ দেবালয়ে পশু বলিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। আজ সুপ্রিম কোর্টে ওই আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং ত্রিপুরায় পশু বলি বন্ধে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

এবিষয়ে আইন সচিব গৌতম দেবনাথ জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরায় পশু বলি বন্ধে হাইকোর্টের আদেশে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ফলে, এখন থেকে মামলার নিস্পত্তি হওয়া পর্যন্ত দেবালয়ে পশু বলিতে কোন বাধা রইল না। অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুন কান্তি ভৌমিক জানান, ত্রিপুরার মতই হিমাচল প্রদেশেরও অনুরূপ একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে বিধিনিষেধ মেনে বলি প্রথায় অনুমতি দিয়েছিল। ঠিক একইভাবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতি মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, সুপ্রিম আদেশে ত্রিপুরায় দেবালয়ে পশু বলি চলবে, তবে বিধিনিষেধ মানতে হবে।

এদিকে অবসরপ্রাপ্ত দায়রা আদালতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত লরি চালক ও সহচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ নভেম্বর।। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত লরি চালক এবং সহ চালক। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বেলা দুপুর দুটো নাগাদ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চাঁদপুর লম্বাগাছ এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গুজ্র.ঞ্জ১.স্ক্ট.৬৭৩৭ বারো চাকার লরি কলকাতা থেকে স্পাম পাইপ লোড নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল। চাঁদপুর এলাকায় পৌঁছাতেই আগরতলা অভিমুখ থেকে আসা অন্য একটি গাড়িকে পাস দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

এতে আশপাশ এলাকার কারোর কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও লরির চালক বাবলু উজা এবং সহ চালক বাপি উজা গুরুতর আহত হয়।তাদের উভয়ের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে।ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দ্রুত গতিতে আসা দুটি গাড়ি ক্রস করতে গিয়ে ঘটে এই যান দুর্ঘটনা।এতে জাতীয় সড়কের উপরেই পাইপ বোঝাই লরিটি দুমড়েমুচড়ে যায়।হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আশপাশ এলাকার লোকজন ছুটে এসে লরি চালক এবং সহ চালককে উদ্ধার করেন।এবং সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় চুড়াইবাড়ি থানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচারপতি অকিল কুরেশি ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি নিযুক্ত হলেন অকিল কুরেশি। কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার মন্ত্রক তাঁর নিযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি আজ জারি করেছে। এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিদায়ী মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন।

অকিল কুরেশি বর্তমানে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম প্রথমে বিচারপতি কুরেশিকে মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি কুরেশিকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় গুজরাট হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে।বৃহস্পতিবার ওই আবেদনের শুনানির দিন ধার্য ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। কিন্তু গতকাল শুনানি পিছিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্র। ঘটনা বৃহস্পতিবার খোয়াই সরকারী ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে। আহত ছাত্রের নাম আবির দাস। বর্তমানে ঐ ছাত্র খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ছাত্রের চুল কাঁটা পছন্দ হয়নি বিদ্যালয় শিক্ষক দীপক ঘোষের। মাথার চুল বড় কেন এই নিয়ে বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুই দিন ছাত্র আবির দাসকে মারধোর করে ঐ গুণধর শিক্ষক দীপক ঘোষ। বৃহস্পতিবার দিনও উনি শিক্ষকতার মাহাত্ম ভুলে গিয়ে রীতিমত গুন্ডামীতে নেমে আসেন। ঐ ছাত্রকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে চুলের মুঠি ধরে ঘাড় নুইয়ে পিঠে বেশ কিছু কিল-ঘুষি মারেন।

তাতে সে প্রচন্ড ভাবে আহত হয়। স্কুল ছুটির পর সে বাড়িতে চলে গেলেও বিষয়টি পরিবারের কাউকে জানায়নি ভয়ে। কিন্তু সন্ধ্যার পর তার শ্বাস কষ্ট শুরু হয় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, শেষে ছাত্রের অভিভাবকরা বিষয়টি ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

জেলের ভিতর ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। শুক্রবার সকালে কৈলাসহর জেলা কারাগারের ভিতরে কারাগারের কয়েদী অতনু সিনহা ফেনাইল জাতীয় বিষ পান করে অসুস্থ হয়ে পরে। সঙ্গে সঙ্গেই জেল কর্তৃপক্ষ অতনু সিনহাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর অতনু সিনহা ভালবাসা ফিরিয়ে পেতে প্রেমিকা তথা দুই সন্তানের জননী অস্মিতার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিল।

অস্মিতার পরিবার থেকে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ ধর্না মঞ্চ থেকে অতনু সিনহাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠালে আদালত অতনুকে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠায়। জেলে যাবার পর অতনু সব ধরনের খাবার বন্ধ করে অনশন শুরু করে দেয়। অনশন চলাকালীন অতনু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে ধর্মনগর থানার অধীন রাধাপুর গ্রামে। নিহত যুবকের নাম দিবাকর পাল। বয়স ২৮। বাবার নাম দিলীপ পাল। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা।

সংবাদে প্রকাশ, রাধাপুর গ্রামের বাসিন্দী দিলীপ পালের তিন ছেলে। দিবাকর সবার ছোট। রাতে সবার সাথে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। সকালে সবাই যখন নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত তখন দিবাকরের কোন হদিশ নেই বাড়িতে। মুহুর্তের মধ্যে বাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'লক্ষ্য' প্রকল্পে এক লক্ষ টাকা বৃত্তি অভিজিৎ মজুমদারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মুখ্যমন্ত্রীর 'লক্ষ্য' প্রকল্পে বৃত্তি প্রদান করলে ইউ পি এস সি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি স্তরে উত্তীর্ণ ছাত্র অভিজিৎ মজুমদারকে। এ উপলক্ষে আজ শিক্ষামন্ত্রী অফিস কক্ষেই এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীনাথ উদয়পুরের ছনবনের অভিজিৎ মজুমদারকে ফুলের তোরা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তাঁর হাতে তুলে দেন 'লক্ষ্য' প্রকল্পে বৃত্তির এক লক্ষ টাকার অনুমোদনপত্র। খুশী ব্যক্ত করে অভিজিতের সফলতা কামনা করেন মন্ত্রী শ্রীনাথ।

তিনি বলেন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধা রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক কারণে কোচিং নিতে না পারায় ইউ পি এস সি'র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আগ্রহ কম দেখা যায় তাঁদের মধ্যে। রাজ্যের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ইউ পি এস সি'র কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী 'লক্ষ্য' নামক বৃত্তি প্রকল্প চালু করে। তিনি জানান, এই প্রকল্পে ইউ পি এস সি'র কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে মেইনস পরীক্ষায় প্রস্তুতি অর্থাৎ কোচিং ও যাতায়ত খরচ হিসেবে এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। তখন দিল্লির ত্রিপুরা ভবনে প্রার্থীর থাকা খাওয়ার ব্যয়ভারও বহন করবে রাজ্য সরকার।

ত্রিপুরা ভবন থেকে মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্রস্থলে যাওয়া আসার জন্য গাড়িরও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। তবে এই বৃত্তির সুযোগ নিতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে। প্রার্থীর পারিবারিক বাৎসরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণের জন্য গৃহবধূকে নির্যাতন গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেচারথলে এক বধূকে পিটিয়ে গুরুতরভাবে জখম করেছে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন। মারধরের ফলে গর্ভস্থ সন্তানও নষ্ট হয়ে গেছে। নির্যাতিতা গৃহবধূ এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত স্বামী বিক্রমজিৎ নমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মাত্র ৯ মাস আগে সোনার সংসার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল পেচারথল থানা এলাকার ধনীছড়ার বিক্রমজিতের সঙ্গে ধলাই জেলার ৮২ মাইল এলাকার শান্তনা নম'র। দীনদরিদ্র পরিবারের মেয়ে শান্তনার বিয়েতে সাধ্যমতো বাপের বাড়ি থেকে পণ মিটিয়ে দেওয়া হয়।

শান্তনা সুখের নীড় গড়ার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু বিয়ের এক মাস পর থেকেই শান্তনার উপর গুরু হয় স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের অমানসিক নির্যাতন। শান্তনাকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দেবার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনরা। কিন্তু শান্তনার বাপের পক্ষে টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এরই জের ধরে গৃহবধূ শান্তনার উপর নির্যাতনের মাত্রা দিনদিন বেড়ে যায়। এমনকি তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এসব বিষয় নিয়ে শালিশী সভাও হয়েছে। স্বামী বিক্রমজিৎ তাকে অগ্নিদগ্ধ এবং জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে বলেও গৃহবধূ শান্তনার অভিযোগ। এরই মধ্যে শান্তনা অন্ত:সত্বা হয়ে পড়ে। তাতেও রেহাই নেই।

শারীরিক অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। তাকে প্রথমে পেচারথল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধী পরিবারের এসপিজি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে নানা প্রশ্ন

নয়াদিল্লী, ৮ নভেম্বর।। প্রায় তিন দশক পরে গান্ধী পরিবারের এসপিজি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, এ বার থেকে এসপিজি-র বদলে জেড প্লাস নিরাপত্তা পাবেন গান্ধী পরিবারের তিন সদস্য সনিয়া, রাহুল এবং প্রিয়ঙ্কা। কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলছেন, যে পরিবারের দু'জন সদস্য সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন, কী ভাবে সেই পরিবেরের নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার? যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির একাধিক আধিকারিকের দাবি, আদৌ নিরাপত্তা কমানো হচ্ছে না, বরং আরও সুসংহত করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতে নেতা থেকে মন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য পাঁচটি আলাদা ধরনের নিরাপত্তা প্রচলিত। সাধারণত ওই ব্যক্তির নিরাপত্তা কতটা সংশয়ের মধ্যে রয়েছে বা তাঁর উপর কতটা হামলার আশঙ্কা রয়েছে সেই ভিত্তিতেই ঠিক করা হয় কে কী ধরনের নিরাপত্তা পাবেন।

১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পরের বছরই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য গঠন করা হয় বিশেষ বাহিনী 'স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ' (এসপিজি)। তৎকালীন ক্যাবিনেট সচিবের নির্দেশে তৈরি হয় ওই বাহিনী। পরে ১৯৮৮ সালের ২ জুন সংসদে 'এসপিজি বিল' পেশ করে পাশ করানো হয়। বর্তমানে ওই বাহিনীতে রয়েছেন ৩ হাজারের বেশি সদস্য। নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ বিশ্বের প্রথম সারির বলে ধরা হয়।

এসপিজি গঠনের সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের এসপিজি নিরাপত্তা দেওয়ার কোনও সংস্থান ছিল না আইনে। কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর ওই আইনে সংশোধন এনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারকেও ওই নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমি কখনও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শিখিনি ভবিষ্যতেও শিখব না, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। বিরোধীদের সমালোচনার প্রতিবাদস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, তিনি কোনওদিন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শিখেননি, আর ভবিষ্যতেও শেখার কোন ইচ্ছা নেই। বিরোধী পার্টিতে যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে সরকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার পার্টি কোনদিন ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসই করেনি। যদি কেউ দুর্নীতি করে, এবং মুখ্যমন্ত্রী সে দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশ দেন, এক্ষেত্রে যদি বিরোধী দলনেতা বলেন যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাহলে আমি সেই ষড়যন্ত্র লাখোবার করব। শুক্রবার চম্পকনগরে স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এভাবেই বিপ্লব কুমার দেব বিরোধী দলের নেতাদের সমালোচনার পাল্টা জবাব দিয়েছেন।

দকদকস্বাস্থ্য পরিষেবাকে

শুক্রবার জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উন্নত পরিকাঠামো সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আজ জিরানীয়ার চম্পকনগরে দু'দিনব্যাপী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত জেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গুণগত শিক্ষার সম্পসারণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে যোজনাগুলি রয়েছে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৩২ ▫ ৯ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২২ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক। কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বিপ্লব কি দীর্ঘজীবি হইয়াছে? বিশ্ব জুড়িয়া বিপ্লবের জয়গান আজ কতখানি আলোড়িত হইয়াছে। নভেম্বর মাস প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের মাস। বিশ্ব জুড়িয়া দেশে দেশে যত বিপ্লব হইয়াছে তাহার অধিকাংশই হইয়াছে নভেম্বর মাসে। আর এই জন্যই নভেম্বর মাসকে বিপ্লবের মাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বে দেশে দেশে বিপ্লব হইয়াছে। সেই বিপ্লব পূর্বতন সব জীর্নতা ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া দিয়াছে। চীন বিপ্লব, রাশিয়া বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা গোটা বিশ্বে কতখানি আনিতে পারিয়াছে তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। এই ভারতবর্ষেও স্বাধীনতার বিপ্লব হইয়াছে। স্বাধীনতা আসিয়াছে আগষ্টে। দেশে দেশে এই বিপ্লবের পরিণতি কি? বিশ্ব জুড়িয়া তো চলিতেছে ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা। যে চীনও আজ নিজেদের অবস্থান হইতে পিছু হঠিয়াছে। আমেরিকার মতো পূঁজির পিছনে ছুটিতেছে। বাণিজ্যের নেশায় বুঁদ। কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটাল তো এখন ইতিহাসের বিচারে বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে। বিশ্বজুড়িয়া কম্যুনিষ্টদের মধ্যেই তো আছে মত ও আদর্শের ব্যবধান। কম্যুনিস্ট চীন তো কম্যুনিস্ট রাশিয়াকে গাল মন্দ করিয়াছে। এই কম্যুনিস্টকে সাচ্চা স্বীকার করিতে রাজী নহে। চীনের কম্যুনিস্টদের মতে রাশিয়া সংশোধনবাদী। বিশ্ব জুড়িয়া যেমন কম্যুনিস্টরা বিভাজিত তেমনি এই ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি ত্রিধা বিভক্ত। এই দেশে, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে চীন পন্থী কম্যুনিস্টরা তো রক্তাক্ত বিপ্লব শুরুই করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের শ্লোগান ছিল চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। তাহারা বিশ্বাস করিত বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। সত্তরের দশকে এই নকশালপন্থী কম্যুনিষ্ট নামধারী বিপ্লবীরা জোতদার বুর্জোয়াদের খুন করিয়া বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। বুর্জোয়া শিক্ষা ধ্বংস করিতে স্কুল পোড়ানো, বইপত্তর পোড়ানোর বিপ্লব তো মানুষ দেখিয়াছে। সেই ভয়ংকর বিপ্লব তো সরকার কঠোর হাতে দমন করিয়াছিল। বহু তথাকথিত কম্যুনিষ্ট যুবককে প্রাণ দিতে হইয়াছে। এই উত্তর ত্রিপুরায় হুরুয়ায় নৃপেন চক্রবর্তীর কম্যুনিষ্ট সরকার সাতজন কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীকে নির্বিচারে গুলি চালাইয়া হত্যা করিয়াছিল। নিরস্ত্র কম্যুনিষ্ট হত্যা করিয়া পুলিশ সুপার টি কে সান্যাল পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহা প্রমাণিত যে কম্যুনিষ্টরাই কম্যুনিষ্টদের হত্যা করিতে পিছু পা হয় না।

আজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি কি নিজেদেরকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছেন? এই ত্রিপুরায় মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের দুধ সর ঘি তো গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু, বিপ্লবী চেতনা তো হারাইয়া গেল। কমরেডদের কয়জন পাওয়া যাইবে যাহারা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। কম্যুনিষ্ট আদর্শের প্রতি অবিচল। কম্যুনিষ্টদের অধিকাংশই তো এখন সুখ ভোগ চাওয়া পাওয়াতেই মজিয়া আছে। সেই নভেম্বর বিপ্লবের ডাক কয়জন অন্তর দিয়া অনুভব করেন। কারণ সুখ ভোগ ইত্যাদির আগ্রাসনে কম্যুনিষ্ট মানসিকতাই তো আজ অস্তমিত। স্বাধীনতার পর কম্যুনিষ্ট পার্টির বৃহৎ অংশ তো সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিন তিনটি রাজ্য ছাড়া কোথায় দাঁত ফুটাইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গে কমরেডরাও সেই সুখ ভোগের পিছনে ছুটিয়াছে। দম্ভ, অহংকার দলকে মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী এখন আর আদর্শ নৈতিকতার ধারে কাছে নাই। একশ্রেণীর সুবিধাভোগী কমরেড দলকে দলের আদর্শকে তছনছ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং নভেম্বর বিপ্লব দিবসের শিক্ষা ভারতের কম্যুনিষ্টদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না। এক সময় কম্যুনিষ্টদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়া আসিত। আজ সেই তথাকথিত বুর্জোয়া কম্যুনিষ্টদের ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন তো বাস্তবের মাটি পাইবে না। এই কথা জানিয়াও শ্লোগান উঠে বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক। দেশে দেশে বিপ্লবের ইতিহাস তাহার শিক্ষা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণিত করে। কিন্তু, বিপ্লবের ছদ্মবেশ সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করে।

বাসভবনে গিয়ে নবনীতা দেবসেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স): আজই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে। শুক্রবার সকালে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাসভবনে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটা পয়ত্রিশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই সাহিত্যিক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এদিন তাঁর দক্ষিণ কলকাতায় হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবন ‘ভালবাসা’-তেই তিনি প্রয়াত হন। এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাত থেকে তাঁর বাড়িতে আসতে শুরু করেন গুণমুগ্ধরা। শুক্রবার সকালে নবনীতা দেবসেনের কলকাতার বাড়ি ''ভাল-বাসা''র সামনে উপচে পড়ে ভিড়। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নবনীতা দেবসেনকে শেষ বিদায় জানাতে সকাল থেকে ভালোবাসায় ভিড় ছিল আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী থেকে অনুরাগীদের । বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর । ভালোবাসায় যান নাট্যকার অর্পিতা ঘোষ, কবি শ্রীজাত, শঙ্খ ঘোষ, গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য সহ অন্যরা । ইতিমধ্যেই নবনীতা দেবসেনের মরদেহ তাঁর বাসভবন থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

১৯৭৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন । নবনীতা দেবসেনের দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও । সেখানেও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সামিল হন বহু মানুষ। সেখান থেকে সাহিত্য অ্যাকাডেমি নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর মরদেহ । বিকেলের দিকে রবীন্দ্রসদন চত্বরে রাজ্য সরকারের তরফে শ্রদ্ধা জানানোর কথা রয়েছে । তারপর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে । নবনীতা দেবসেনের কন্যা অভিনেত্রী নন্দনা দেবসেন আজ সকালে বললেন, গান শুনতে শুনতেই চলে গেলেন মা । পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, স্পষ্টবক্তা মানুষ চলে গেলেন, সহজভাবে সব কিছু গ্রহণ করতে পারতেন নবনীতা দেবসেন।

দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন তিনি। ক্রমশ তা ছড়িয়েছিল মস্তিস্ক ও লিভারে। গত ২ দিন বেড়ে গিয়েছিল শ্বাসকষ্ট। ১৯৯৯ সালে আত্মজীবনীমূলক রম্যরচনা নটী নবনীতার জন্য সম্মানিত হন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে। ২০০০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন প্রতিথযশা এই লেখিকা। তাঁর প্রাক্তন স্বামী নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁর এই চলে যাওয়ায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও। নবনীতার প্রাক্তন স্বামীর কথায়, ‘প্রতিক্রিয়া আর কী হতে পারে ? সবাই যেমন মর্মাহত, আমিও। সেটা কেন হচ্ছে, তা তো বোঝা কঠিন নয়। আমি নিজে যেহেতু ওর কাছাকাছি বহুদিন ছিলাম, তাই আমার পক্ষে বড় কঠিন জিনিস। এ বিষয়ে আর বেশি কিছু আলোচনা করতে চাই না।‘

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৃহস্পতিবার রাতেই ট্যুইট করেন তিনি। সাহিত্য মহলের মতে, নিজের বাড়ি ভালবাসা ছেড়ে চলে গেলেন নবনীতা, তবে তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা রয়েই গেল।

নেতাজির অবদান ভুলিয়ে দিতে আজও সক্রিয় কিছু কিছু মহল

শান্তনু রায়

আজ থেকে ৭৬ বছর আগে সিঙ্গাপুরে ২১ অক্টোবর গঠিত হয়েছিল ভারতের অস্থায়ী প্রথম স্বাধীন জাতীয় সরকার এক অগ্নিপুরুষের নেতৃত্বে, যে যোদ্ধা সন্ন্যাসী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন সাথী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রতি এভাবে ‘শোনো, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, ভারতের রাজধানী আমাদের কাডছে, কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে। রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো সময় নষ্ট কোরো না। অস্ত্র হাতে নাও। সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের প্রস্তুত পথ। এই পথেই আমরা এগিয়ে যাব.........দিল্লির পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লি’।

সেই প্রবাদপ্রতিম পুরুষ ম্যাৎসিনী, গ্যারিল্ডির ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েও প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন (’India has a mission to fulfil’) তিনি নিজের জীবন দিয়ে এই মিশন উপলব্ধি করেন।

তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ছিল (One individual my die for an idca will after his death incarnate itself in a thousand lives.)

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত ও পৃথিবীর ৯টি দেশের দ্বারা স্বীকৃত আজাদ হিন্দ সরকারই প্রকৃত এদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার এবং তিনিই স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই সরকার প্রতিষ্ঠার দু’দিন পরেই ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণার পর সম্মুখসমরেও প্রাথমিকভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এদেশের স্বাধীনতার লড়াই এক অতুলনীয় উচ্চতায় উন্নীত হয়েছিল যা নিঃসন্দেহ ভারতবাসীর কাছে শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আজ সে গৌরব স্বীকারে কেবল অনীহা নয়,তাঁর এবং তাঁর বাহিনীর অনন্য ভূমিকার গুরুত্ব লঘু এবং অপব্যাখ্যা করে বিস্মরণের কৌশলী প্রয়াস বিদ্যামান কোনও কোনও মহলে।

আজ যে প্রশ্নটিও জাগে তা হল—সেই অনন্য ইতিহাস পুরুষের এমন অতুলনীয় আত্মবলিদানের কাহিনী কি এযুগে আর তেমন অনুপ্রাণনযোগ্য নয়? বিভ্রান্তি জাগে মাঝে মাঝে যে কেরিয়ারসর্বস্ব আজকের প্রজন্ম কি উদাসীন এই মহানায়কের মতাদর্শ ও অকল্পনীয় আত্মত্যাগ সম্বন্ধে। হয়ত আজকের ভোগসর্বস্ব সমাজে ভোট রাজনীতির আবর্তে এবং রঙিন প্রচারের দোলতে দ্রুতধাবমান আত্মবিস্মৃত এ জাতি আদর্শবাদের প্রতি উদাসীন, এই মহামানবের অবদানের সঠিক মূল্যায়নেও।

অথচ তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেকে সর্বস্ব ত্যাগে পণ করেছিলেন, নিজের প্রিয়জনকেও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেড়ে বিপদসঙ্কুল পথে পাড়ি দিয়েছিলেন কেবলমাত্র নিজের দেশকে যেকোনোভাবে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে।

মনে পড়ে গতবছর একুশে অক্টোবর আজাদ হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পালনের অঙ্গ হিসেবে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, একটি স্মারক ফলকের উন্মোচন এবং লালকেল্লার তিন নম্বর ব্যারাকে একটি পুলিশ মেমোরিয়ালের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁর ভাষণে বিগত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা একটি বিশেষ দলের নেতাজিকে পরিকল্পিত উপেক্ষার মধ্য দিয়ে একটি বিসেষ পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার অপচেষ্টার উল্লেখ করায় প্রধান বিরোধী দল এবং বিভিন্ন স্বার্থসংসশ্লিষ্ট মহল সরকারের সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের এ দিবস উদযাপনেও অস্বস্তিতে বিব্রত সে দলটি ছাড়াও কিছু পত্রপত্রিকা এবং কিছু ব্যক্তি সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের অনেকের বক্তব্যে আজাদ হিন্দ সরকার এবং ফৌজের ঐতিহাসিক ভূমিকাকেও গুরুত্বহীন করার প্রয়াস স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। সত্য এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিল্পবীর যথার্থ মূল্যায়ন আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। জানিনা আজকের প্রজন্ম এ ব্যাপারে কতখানি সচেতন।

তবে বিস্মিত ও বেদনাহত হতে হয় যখন কানে আসে দুই শিক্ষিত প্রবীণ বাঙালির কথোপকথনে রোম্যান্টিক বিপ্লবী হিসেবে চেগুয়েভারার নাম, পৃথিবীর এক বিস্ময়কর ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক বিপ্লবী সুভাষতন্দ্রের নয়। না। কেবল বাঙালি হিসেবে নয়, সময়ের নিরিখে ইতিহাস ও তথ্যের সঠিক অনুধ্যানে এটাই সত্য, মতাদর্শ সম্বন্ধে ভিন্নমত থাকলেও।

নেতাজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে জার্মানিকে সাহায্য করেছিলেন, আমেরিকরা ইহুদি সংগঠনগুলির এবিধ ধারণা বা দাবি অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট এবং কেবলমাত্র অসত্য তাই নয়, এমন ভাবনা মুক্তিপাগল সেই ইতিহাস-পুরুষরে ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার এক টুকু প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছু নয়। যদিও এ নিয়ে এদেশে সরবাকি অথবা বেসরকারি তেমন কোনও প্রতিবাদ এঠেনি, এমনকী তাঁর আদর্শের অনুগামী বলে দাবিদার এবং সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘গুমনামী’ ছবিটি বয়কট করায় অতিসক্রিয় বর্তমান ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকেও কিন্তু এমন ঘটনা বিস্মরণের অতল থেকে আবার সামনে নিয়ে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন এদেশের মুক্তিসংগ্রামের সেই মহান বিপ্লবী অধিনায়কের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির আন্তর্জাতিক আঙিনায় লাগাতার অপপ্রচারের দিনগুলির কথা।

বলা বাহুল্য তখন এদেশেও বামপন্থী নামধারী একদল সাম্রাদ্যবাদীদের লেজুড়বৃত্তি করে দেশের এই মহান সন্তানের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন কারণ জার্মাড়ি রাশিয়া আক্রমণ করা মাত্রই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি তাদের কাছে হয়ে গেল জনযুদ্ধ। তাদের বক্তব্য হয়ে গেল—‘ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কারণে আজ ‘আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্র’ এই ধ্বনি না তুলিয়া ‘অন্যদের’ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের কর্তব্য মনে করিতেছি। অর্থাৎ রাশিয়ার কাছে যা জনযুদ্ধ পরাধীন ভারতেরও তা জনযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়া হল অদ্ভূত যুক্তিতে।

ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের একাধারে উদ্‌গাত ও প্রতীক সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পরাধীনতার যুগে বামপন্থার আদর্শ হল সাম্রজ্যবাদ বিরোধিতা অথচ তাঁকে অপবাদ দেওয়া হল (traitor) বলে। তাঁর দলকে আখ্যা দেওয়া হল (fifth column)। তারা বলেছিলে নেতাজি ‘কুইসলিং’, ‘তোজোর কুকুর’। ঘোষণা করেছিল (’If Subhas Bose retuens we will greet him with bullet’) আবার একজন তখন সদম্ভে বলেছিলেন (The way Suhnas Bose has choseh is naturally wrog...I canot accept but must oppose. I will receive him with open sword’) তাই বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকও জাগে যখন এঁদের কাছ থেকে আজ দেশপ্রেম জাতীয়তাবোধ এবং প্রগতিশীলতা, বামপন্থী ইত্যাদির বাণী শুনতে হয়।

প্রসঙ্গত নিজেরদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সান ইয়াত সেন গ্যারিবল্ডি ডি ভ্যালেরো এমনকী লেনিনও বিদেশি রাষ্ট্রে সাহায্য এমনকী লেনিনও বিদেশি রাষ্ট্রে সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু নেতাজি প্রথমে জার্মানি ও পরে জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন নিজের দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে ত্বরান্বিত করতে, এজন্য কত কটাক্ষ আর কুৎসা। অথচ তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল যে করে হোক ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। তাঁর নিজের কথায় (’I ma not apologist of the three powers...My concen is however, with India alone’) আর দেশকে স্বাধীন করার জন্য ‘সক্রর শক্র আমার মিত্র’ এ নীতিতে হিটলারের কাছ থেকে নেতাজির সাহায্য নেওয়ার হিটলারের সব কার্যকলাপ তাঁর দ্বারা সমর্তিত হল এমন উদ্ভট ধারণা কষ্টকল্পিত এবং বাতুলতা মাত্র। বরং সত্য এই যে জার্মানিতে দাঁড়িয়েই তিনি হিটালারের অবিমৃষ্যকারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও জার্মানি ভারতের বিল্পবীদের সক্রিয় সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়েছিল ম্যাভারিক এবং হেনরি এস নামজ জাহাজের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের কাছে ফাঁস না হলে এবং জাভার কাছে জাহাজ ম্যাভারিক ধরা না পড়লে বাঘা যতীনের নেতৃত্ব প্রস্তুত বাংলার বিল্পবীদের প্রচেষ্টা হত সফল হত এবং বুড়িবালামের তীরে অসম লড়াইযে বারসন্তানদের আত্মোৎসর্গ করতে হত না। বরং চার্লস টেগার্টের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীরই হয়ত পরাজয় ঘটত। এর পরবর্তীতেও জার্মান কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে অস্ত্র পাঠানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জার্মানি বরাবর ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছে। এবং এক্ষেত্র সাহায্যদাতার রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি সমর্থন বা দুর্বলতা প্রদর্শনের কোনও শর্ত ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

দেশের স্বাধীনতার অর্জন সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিল ধ্যানজ্ঞান। তিনি মনে করতেন, পাখিদের মধ্যে কাক, পশনদের মধ্যে শেয়াল আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই হল সর্বাপেক্ষা ধূর্ত ও নিষ্ঠুর। তাই তিনি দেশকে স্বাধীন করতে কি শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত? বান্দবী কিটি কুর্তির এমন প্রশ্নে তাঁর স্পষ্ট উত্তর (’It is dreadful but it must be done. It is our only way out. India must gain her independence, cost what is many ... British Imperialism there can be just as intolerable as your Nazism here.)

আবার বার্লিনে বেতার থেকে ভাষণে স্পষ্টভাবে এও বলেছেন আমি অক্ষশক্তির সমর্থন নই। তাগের সমর্থন করা আমার পেশা নয়। আজকের দিনে যে কোনও চিন্তশীল মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষের সত্যিকার শত্রু একটিই। সে শত্রু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। অক্ষশক্তি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের পক্ষে এটা এক অপূর্ব সুযোগ।

কথাগুলো কি হিটলারের এক সহযোগীর বলে মনে হচ্ছে? অন্যত্রও তিনি বলেছেন, ‘হিটলারবাদের আমি বিরোধী, তা সে কংগ্রেসের মধ্যেই থাকুক বা অন্য কোনও দেশেই থাকুক। আমার মনে হয় হিলটারবাদের একমাত্র বিকল্প হল সমাজতন্ত্র।

প্রসঙ্গত ১৯১৮-য ব্রেশট -লিটভস্ক-এ (বর্তমান বেলারুশ) বলশেভিকদের জার্মানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির প্রসঙ্গেও লেনিন পরে বলেছিলেন (’We took advantage of the hostility between he tow imperialismis in such a way that in the long run both lost.’)

তাই যদি হয় তবে সুভাষচন্দ্র দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টা করায় অপরাধ কেন হবে? সুভাষচন্দ্র তো হিটালার বা তোজোর সঙ্গে কোনও গোপন চুক্তি করেননি।

সুভাষচন্দ্রেওপর্যবেক্ষণে–‘ভারতবর্ষে আমরা এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাঁরা বামপন্থী বলিয়া ভন করেন.........এইশব ছদ্ম বামপন্থীদের ফ্যাশান হইয়াছে ব্রিটিশ সরকাকে বিল্পবী আখ্যা দেওয়া, যেহেতু ওই সরকার নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার্থে তাঁহারা বিস্মৃত হন যে ব্রিটেনের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ। এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিপ্লবী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি সরকারের সহিত পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের নজরে এড়ায় না যে মলোটিভ-বিবেনট্রিপ চক্তর বলেই এই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তালিনের রাশিয়া যৌথ আক্রমণে ভাগাবাগি করে নেয় পোন্যান্ড।

দর্শনের ছাত্র সুভাষচন্দ্র গান্ধি, নেহরু কিম্বা মার্ক্স হেগেল-এর চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে যখন নেহরুর মতো কমিউনিজম এবং ফ্যাসিবাদ-এর মধ্যে কোনও একটি পথ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে’ খণ্ডন করে বলেন, এ মত গোড়াতেই ভুল, কারণ বিজ্ঞানের একেবারে শেষ স্তরে এসে না পৌঁছলে কিংবা বিবর্তনকে একেবারে অস্বীকার না করলে, একথা বলার কোনও যুক্তি নেই যে আমাদের সামনে দুটি বিকল্প পথই মাত্র আছে, তার মধ্যে বেছে নিতে হবে তখন তা তার মনীষার দীপ্তি ও নিজের স্বকীয় অনমনীয়তামুক্ত চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশই সূচিত করে। এ বক্তব্য থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা ঘোরতর অসমীচীন যে তিনি ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন। বরং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কি মনে হয় না আশ্চর্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুভাষচন্দ্রে চিন্তাধারা কত সঠিক ছিল। কারণ ইতিমধ্যে পৃথিবী ব্যাথিত এবং শঙ্কিত চিত্তে লক্ষ্য করেছে ওই দুই মতবাদের নেতিবাচক দিকগুলির কী আশ্চর্য মিল। দেখেছে কমিউনিস্ট নামধারী রাষ্ট্র ও সাম্রজাবাদী মনোভাবাপন্ন হতে পারে, দুটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রও পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে জাতীয় স্বার্থে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্মৃত হয়ে অনেকে নিদান দেন যে সুভাচন্দ্রে দেশ থেকে চলে গিয়ে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা ভুল ছিল। তখন জার্মানির হাতে ব্রিটেন বিপর্যস্ত হলেও এই সুযোগে গণআন্দোলন শুরুতে আপত্তি তোলেন সংগ্রামবিমখ কংগ্রেস ও গান্ধিজি, ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত না করতে চেয়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি সুভাষচন্দ্রে মাথায় তখন পরিকল্পনা, জেলে আবদ্ধ না থেকে কোনওভাবে বাইরে গিয়ে ইউরোপেরসেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেখান থেকেই চরম আঘাত হানার-সঙ্গে আছে বাংলার বিপ্লবী সংঘঠনগুলির আনুগত্য ও সমর্থন, সহযোগিতায় প্রস্তুত পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টি।

এক্ষেত্রে ‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’ এই নীতিতে সুভাষচন্দ্র যদি প্রথমে জার্মানি এবং পরে জাপানের সাহায্য নিয়ে থাকেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশকে বিতাড়ন করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে, তো এতে অপরাধ কোথায়?

ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল অকিনলেক, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্স এটলি’র এই সময়ে বিভিন্ন সরকারি নথিপথ মন্তব্য থেকে প্রমাণিত আজাদ হিন্দু ফৌজের জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেন এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিয়োগের সারবত্তার ব্যাপারটি এড়িয়ে সেদল ছাড়াও এক শ্রেণির নেহরুবাদী পত্রপত্রিকাও সচেষ্ট এটা প্রতিপন্ন করতে যে নেহরু-এবং নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সহ অভিয়োগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নির্বাচনী যুদ্ধে মাইলেজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী বর্তমান শাসকদল জন্ম নেবার আগে থেকেই এমন তথ্য সম্পর্কে অবগত আছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বাধীন দেশের সরকারের তাঁর প্রতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিদ্বেষপূর্ণও অবহেলার আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বার বার। তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা গোপন করে অপপ্রচারে এবং আত্মপ্রচার চলেছে তাঁর অবদানকে অস্বীকার বা গোপন করার হীন প্রয়াসে। তিনিই যে ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশনের প্রকৃত জনক হীনমন্যতা সে স্বীকতিটুকু দিতেও পরাম্মুখ। অথচ কংগ্রেস থেকে অন্যায় ও অনৈতিকভাবে বহিষ্কৃত হলেও নেতাদি কিন্তু তাঁর উদারতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের এক একটি ব্রিগেডের নাম রেখেছিলেন গান্ধি ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড ইত্যাদি।

তাঁর অন্তর্ধানও রহস্যবৃত করে রাখা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। কোনও কোনও মহল অন্তর্ধান রহস্যের উন্মোচনের ব্যাপার থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য চতুরভাবে উত্থাপন করে তাঁর আদর্শ রূপায়ণের কথা, কিন্তু তাদের দেখা যায় অবহেলায় ২১ শে অক্টোবর এবং ২৩ শে জানুয়ারি দিনদুটি পার করে দিতে বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেহরুবাদের জয়গান করতে।

বলা বাহুল্য, বিশেষ কিছু মহিল ছাড়া আজ আর কেউ বিশ্বাস করেন না যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর কল্পকাহিনি। যদি আজ আর তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নাও থাকে, কিন্তু একথা প্রমাণিত যে ওই বিশেষদিনে অন্তত তাঁর মৃত্যু হয়নি বরং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণে এটাই প্রতিভাত হয় যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২৩শে আগস্ট ১৯৪৫ জাপানি সংবাদসংস্থা এজেন্সি কর্তৃক ১৮ তারিখে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হলেও ২৭ শে আগস্টই কিন্তু শিকাগো ট্রিবিউনিরে সমর সংবাদদাতা আলফ্রেড ওয়াগ বলেছিলেন বোস জীবিত, তাঁক চারদিন আগে সায়গনে দেখা গেছে।

আবার ১৯৪৬-এর জুলাই ইউরোপ ভ্রমণকালে শরৎচন্দ্র সবু ইউনাইটেড প্রেসকে বলেছিলেন—আমি বিশ্বাস করি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন এবং বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু কল্পকাহিনি মাত্র। পরবর্তীকালে তিনি এও বলেছিলেন---নেতাজি চিনে আছেন। এ ব্যাপারে সর্বশেষ মুখার্জি কমিসনের রিপোর্টেও দিধাহীনভাবে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও রেনকোজি মন্দিরে তাঁর চিতাভস্ম থাকার গল্প খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও এক রহস্যজনক কারণে ইউপিএ সরকার কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ না দিয়ে সেই রিপোর্ট খারিজ করেছে।

অতীত বিস্ময়ের এই যে এরপরেও সমকালীন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক রাষ্ট্রপ্রধানের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দাবি করা হচ্ছে কোনও প্রামাণ্য বিশ্বাসযোগ্য নথিপত্র ব্যতিরেকেই, কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তির পরস্পরবিরোধী মৌখিক বয়ানের ভিত্তিতে। এমন এক অগ্রগণ্য বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব যাকে মিত্রশক্তি ‘যুদ্ধাপরাধী’ গণ্য করত তার ‘মৃত্যুর’ নেই কোনও ডেথ সার্টিফিকেট (৩৪ বছর পর ডা. য়োশিমর ইস্যু করা সার্টিফিকেট ব্যতীত) কিংবা ক্রিমেশন সার্টিফিকেট, নাম নেই ক্রিমেশন রেজিস্টারে। প্রসঙ্গত ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা প্রসঙ্গে সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. য়োশিমির চমকপ্রদ অসঙ্গতিপূর্ণ বয়ান কমিশনের রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিমান দুর্ঘটনার গল্প নিশ্চিভাবে খারিজ হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কিছু নেতাজি গবেষকের গবেষণায় প্রকাশ পোয়েছে যে নেতাজি রাশিয়ায় প্রবেশের পর সেখানে বন্দি থেকে ১৯৫৩-র মার্চে স্তালিনের মৃত্যুর পর কোনওভাবে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে গোপনে চলে আসতে সমর্থ হন ভারতে এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গার পর ফৈজবাদের রামভবনে গুমনামী ববা ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই মারা যান। চূড়ান্ত প্রমাণের অভাবে মুখার্জি কমিশন এ তত্ত্ব প্রমাণিত বলে ঘোষণা না করলেও এই সম্ভাবনা খারিজ করেও দেয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুমনামী বাবা বা ভগবানজির সঠিক পরিচয় নিরূপণও জরুরি এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

যারা অন্য দল থেকে আওয়ামী লীগে এসেছে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী নন ঃ ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিভিন্ন সময়ে যারা অন্য দল থেকে আওয়ামী লীগে এসেছে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী নন।

তিনি বলেন,আমাদের পার্টিতে যারা আসছে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী নয়।কারো বিরুদ্ধে যদি সাম্প্রদায়িকতার সংশ্লিষ্টতা না থাকে, কোনো প্রকার মামলা-মোকদ্দমা, কোনো প্রকার অপরাধের সংশ্লিষ্টতা না থাকে তারা অনুপ্রবেশকারী নয়।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, যাদের সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে আওয়ামী লীগে জায়গায় দেয়া হবে না।তিনি বলেন, পার্টিতে যারা এসেছেন তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী নয়। অনেক ক্লিন ইমেজের ভালো লোক আমাদের পার্টিতে এসেছেন। যাদের সাম্প্রদায়িক সংশ্লিষ্টতা, মামলা, দুর্নীতি নাই তারা অনুপ্রবেশকারী নন।

বিএনপির সিনিয়ার নেতাদের পদত্যাগ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, এটা বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি।পরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার শুরুতে ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের এবারের জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে দলের মধ্যে সব তিক্ততার অবসান ঘটবে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কাদা ছুড়াছুড়ি করবেন না। দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে, সুস্থ প্রতিযোগিতা হবে। কোনো অসুস্থ প্রতিযোগিতা হবে না। দলের জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে জেলা, উপজেলা, মহানগর, থানা ওয়ার্ড পর্যায়ে যে সব জায়াগায় মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি আছে সেগুলো পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

মতবিনিময় সভার শুরুতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজশাহী জেলায় তৃণমূলে সম্মেলন করতে যাচ্ছি। সবচেয়ে প্রচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। কোন সমস্যা না থাকলে আওয়ামী লীগ একমাত্র সংগঠন যে ৩ বছর পরপর ঠিক মতো কাউন্সিল করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনর নেতৃত্বে আমরা আগামী কাউন্সিল করে সুন্দর একটি কমিটি করে নতুন করে যাত্রা শুরু করবো।তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, পরাজিত শক্তি ও বিরুদ্ধ বিএনপির অপশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা হবে।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, আওয়ামী লীগের বড় শক্তি হলো জনগণ ও বঙ্গবন্ধু। সেই উদ্দেশ্য একটি কাউন্সিল করা হবে এতো করে কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধান করা হবে। এজন্য জাতীয় সম্মেলনের আগে শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সহযোগী সংগঠনের সম্মেলন করা হচ্ছে।বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের দুর্নীতি বিরোধী কর্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কেউ অপকর্ম করলে রেহাই পাবে না। সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মণি, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড় আব্দুস সোবহান গোলাপ, উপ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নূরুল ইসলাম ঠান্ডু, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদসহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের রাজাকারের তালিকা ১৬ ডিসেম্বর ঃ মন্ত্রী মোজাম্মেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। আসছে ১৬ ডিসেম্বর রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা হবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন। শুক্রবার সকালে গাজীপুর শহরের বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগের মুক্তিযোদ্ধাদের এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এ তথ্য জানান।তিনি বলেন,এ বছর ১৬ ডিসেম্বর রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।আর আগামী জানুয়ারিতেই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। পরিচয়পত্রের পেছনে তারা কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তা লেখা থাকবে। তাছাড়া জানুয়ারিতেই মুক্তিযোদ্ধাদের সব কবর একই নকশায় বাঁধাই করার প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিসিএস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের ভূমিকা নিয়ে লেখা সংযুক্ত করা হবে।

গাজীপুর সিটির মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমত উল্লাহ খান অনুষ্ঠানে ছিলেন।মেয়র জাহাঙ্গীর মুক্তিযোদ্ধাদের হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ, তাদের নামে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণ ও তাদের সন্তানদের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলে ওই অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতায় ঘোষণা দিয়েছেন।একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কয়েকটি রাজনৈতিক দল পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষ নিয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী।

তখন যুদ্ধরত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করতে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছিল। আনসার বাহিনীকে এই বাহিনীতে একীভূত করা হয়েছিল।প্রথমে এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে গঠিত শান্তি কমিটির অধীনে থাকলেও পরে একে আধা সামরিক বাহিনীর স্বীকৃতি দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার।একই রকম আধা সামরিক বাহিনী ছিল আল বদর বাহিনী ও আল শামস বাহিনী। তবে স্বাধীনতাবিরোধী এই বাহিনীগুলোকে সাধারণ অর্থে রাজাকার বাহিনী হিসেবেই পরিচিত বাংলাদেশে।প্রায় এক দশক আগে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরুর পর রাজাকারের তালিকা তৈরির দাবি উঠলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

২০১২ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী এ বি তাজুল ইসলাম সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, রাজাকারের কোনো তালিকা সরকারের কাছে নেই।তবে তিনি বলেছিলেন, ১৯৭১ সালের খুলনায় আনসার হেডকোয়ার্টার্সে পাওয়া তালিকায় ৩০ হাজারের বেশি রাজাকারের তথ্য মিলেছিল। ওই তালিকাটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রয়েছে।মে মাসে সংসদীয় কমিটির বৈঠকের কার্যপত্রে দেখা যায়, কমিটির আগের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগে সংরক্ষিত রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে বেতন-ভাতা উত্তোলনকারী রাজাকারদের তালিকা সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়।

রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাদের আসনগুলো অবৈধভাগে শূন্য ঘোষণা করে তাদের স্থলে যাদেরকে সদস্য করা হয়েছিল, তাদের নামগুলো স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণে আইন সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে ওই কার্যপত্রে দেখা যায়।

৭ নভেম্বরের হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের দাবি খালেদ মোশাররফ ট্রাস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিক হত্যাকা- জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়েছে খালেদ মোশাররফ ট্রাস্ট।গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মাহজাবীন খালেদ এ দাবি জানান বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। খালেদ মোশাররফ বীরউত্তমের ছেলে মাহজাবীন খালেদ বলেন,আপনারা জানেন, কোন পরিস্থিতিতে কারা, কার ইঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমকে হত্যা করে। খালেদ মোশাররফ কখনই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের শায়েস্তা করে সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনাই ছিল তার লক্ষ্য।তিনি বলেন,শেখ হাসিনা যিনি নিজে একজন বিচারবঞ্চিত ভুক্তভোগী, ২১টি বছর যাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিচার শুরু করতে, ৩৪ বছর লেগেছে বিচারের রায় কার্যকর করতে।

সেন্টমার্টিনে বেড়াতে গিয়ে ঘূর্নিঝর বুলবুলের প্রভাবে আটকা সহস্রাধিক পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।।ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুলের' প্রভাবে সৃষ্ট বৈরী আবহাওয়ার কারণে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া এক হাজারের বেশি পর্যটক আটকা পড়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। টেকনাফের ইউএনও মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকাল থেকে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌ-পথে পর্যটকবাহী জাহাজসহ অন্যান্য নৌযান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ফলে বৃহস্পতিবার ও এর আগে সেন্টমার্টিন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া অন্তত এক সহস্রাধিক পর্যটক সেখানে আটকা পড়েছেন। এদিকে, মৌসুমী আবহাওয়ার কারণে গভীর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি এখন নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে আবাহওয়া অধিদপ্তর কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান জানিয়েছেন।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে চলাচলকারি নৌযান সমূহকে ৪ নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।আব্দুর রহমান বলেন,ঘূর্ণিঝড়টি কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল থেকে ৭১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। এটি শনিবার রাতে বা পরদিন সকালে বাংলাদেশের উত্তরও-পশ্চিম উপকূল দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।এ সময় বাতাসের ঘন্টায় ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝড়ো হাওয়ার পাশাপাশি দেশের উপকূলজুড়ে হালকা-মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

ইউএনও বলেন, টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌ-রুটে চলতি পর্যটন মৌসুমে চারটি পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল করছে। এসব জাহাজে করে পর্যটকরা সেন্টমার্টিন দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য নৌযান ও চলাচল বন্ধ থাকার কারণে সেন্টমার্টিন দ্বীপের অন্তত আট শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দারাও টেকনাফ থেকে ফিরতে পারেননি।এছাড়া আটকা পড়া পর্যটকদের যাতে কোন ধরণের অসুবিধা ও দুর্ভোগে পড়তে না হয়- এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে আটকা পড়া পর্যটকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান সাইফুল ইসলাম।

সেন্টমার্টিনের ইউপি চেয়ারম্যান নুর আহমদ বলেন, শুক্রবার সকালে আটকা পড়া পর্যটক এবং হোটেল-মোটেগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এসব পর্যটকদের কাছ থেকে হোটেল কক্ষের নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক ভাড়া নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খাবার হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোকেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।তবে আটকা পড়া পর্যটকরা সেন্টমার্টিনে নিরাপদে অবস্থান করছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে ৬ নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলায় সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলোকে উপকূলে ফিরে আসতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে কক্সবাজার জেলা ফিশিং বোট মালিক সমিতি সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন জানান।তিনি বলেন,এ নিয়ে শুক্রবার সকালের মধ্যে অধিকাংশ ট্রলার উপকূলে ফিরে

ছয়ের পাতায়

বিএনপি নেতাদের দল ছাড়ার কারণ নেতিবাচক রাজনীতি ঃ কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির কারণে জ্যেষ্ঠ নেতারা একে একে দল ছাড়ছেন বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান।বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা একে একে পদত্যাগ করছেন বলে এক সাংবাদিকের মন্তব্যের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন,আমার কাছে মনে হয়, এটা বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি। আমি এক কথায় এটাই বলব।তিন দিন আগে বিএনপি ছাড়ার পর দল পরিচালনা পদ্ধতি ও নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করেন ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান। মনোনয়ন ও দল পুনর্গঠন নিয়ে ক্ষুব্ধ এই নেতা গত বছর নির্বাচনের পর থেকে একরকম দলবিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন।এর আগে দলের দুই জ্যেষ্ঠ নেতা মোসাদ্দেক হোসেন ফালু ও ইনাম আহমেদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। ইনাম এর আহমেদ

ছয়ের পাতায়

বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির কারণে নেতারা দল ছাড়ছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপি নেতারা দল ছাড়ছেন।তিনি বলেন, বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির কারণে ইতিপূর্বে বিএনপি নেতা এম মোরশেদ খান ও লেফটেনেন্ট জেনারেল (অব) মাহবুবুর রহমান দল ছেড়েছেন। আরও অনেকে দল থেকে পদত্যাগ করবেন বলে নাম শোনা যাচ্ছে।

মন্ত্রী শুক্রবার রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, দূর থেকে স্কাইপির মাধ্যমে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার ফল হচ্ছে গণহারে দল ত্যাগ। বিএনপি নেতা মোর্শেদ খান নিজেই বলেছেন বিএনপি এখন জাতীয়তাবাদী স্কাইপি দলে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা আমার বক্তব্য নয়। তাদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই তাদের নেতারা দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

হাছান মাহমুদ বলেন,আমরা চাই, বিরোধী রাজনৈতিক দল আমাদের সমালোচনা করুক। বিএনপি একটি শক্তিশালী বিরোধীদল হিসেবে সংসদে এবং সংসদের বাইরে থাকুক। কিন্তু নেতিবাচক রাজনীতির কারণে তাদের শক্তি ক্রমেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। আমরা চাইলেও তারা শক্তি ধরে রাখতে পারছেন না।তথ্যমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশের সরকার অতীতেও শতভাগ নির্ভুল কাজ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই ভুল হলে অবশ্যই সমালোচনা হবে। কিন্তু যেসব ভালো কাজ হচ্ছে সেগুলোরও প্রশংসা হওয়া প্রয়োজন। সেটি না হলে দেশ এগিয়ে যাবে না।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দেশে কারিগরি শিক্ষা তথা কারিগরি শক্তি বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। দক্ষ কারিগরি শক্তি না থাকায় আমাদের দেশে বিদেশীরা কাজ করে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার অভাবে মাস্টার্স পাস ছেলে-মেয়েরা কেরানির চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করছে। সে কারণে বেশি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন সেটি এগিয়ে নিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সহায়তা করতে হবে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে মোবাইল ব্যাংকিং অর্থনীতির বিষয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা প্রশংসা করছেন।পাকিস্তান সরকার আমাদের উন্নয়ন দেখে আক্ষেপ করছে। ভারত সরকার এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সেদেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করছেন। দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

আইডিইবির সভাপতি একেএমএ হামিদ এর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, এছাড়াও আইডিইবির সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমানসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।

৭ নভেম্বর: দুই জাসদের কর্মসূচিতেই জিয়ার সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আলোচিত একটি দিন ৭ নভেম্বর 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালন করেছে জাসদের দুই অংশই।গত বৃহস্পতিবার জাসদ ও বাংলাদেশ জাসদের আলাদা কর্মসূচিতে উভয় অংশের নেতারাই জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেছেন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, জিয়া সিপাহীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠে কর্নেল তাহেরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন।ক্ষমতা সংহত করতে জিয়া শুধু তাহেরকে হত্যা নয়, অনেক মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন, বলেছেন বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া।১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাসদ 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালন করলেও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা দিনটি পালন করে 'মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস' হিসেবে। বিএনপি দিনটি পালন করে 'বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে।পঁচাত্তরের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ক্ষমতায় বসেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তিনি সেনাপ্রধান করেন জিয়াকে।তখন সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা চলছিল। ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারের জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াকে সরিয়ে নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন খালেদ মোশাররফ। এরপর ৭ নভেম্বর আবু তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানে জিয়া মুক্ত হন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন।জিয়া পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন, অন্যদিকে সামরিক আদালতে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝোলান তাহেরকে।বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শহীদ কর্নেল তাহের মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর জাসদের আলোচনা সভায় ইনু বলেন,সিপাহী-জনতাব অভ্যূত্থান ছিল বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, অবৈধ ক্ষমতা দখল, সংবিধান লংঘন, সামরিক শাসন জারি, সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ক্ষমতালিপ্সু অফিসার ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলের জন্য পাগলা কুকুরের মত কামড়াকামড়ি বন্ধ করতে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা-সংকট দূর করতে।জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় সিপাহী-জনতার অভ্যূত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইতিহাস ৭ নভেম্বরের ঘটনায় কর্নেল তাহের মহানায়ক আর জিয়া খলনায়ক হিসাবে পরিচিত করেছে।ইনু বলেন,যারা ৭ নভেম্বরকে অফিসার হত্যা বা বিপ্লব ও সংহতি হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা আসলে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকারী ও ক্ষমতালিপ্সু অফিসারদের কামড়াকামড়ির কুৎসিত ঘটনা আড়াল করতে চায়।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগের জোটসঙ্গী ইনু বলেন,জাসদের সুশাসনের জন্য সংগ্রাম আর শেখ হাসিনার শুদ্ধি অভিযান একে অপরের পরিপূরক। কর্নেল তাহেরের মত সাহস নিয়ে দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের আখড়ায় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

জাসদ ঢাকা মহানগর কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক নুরুল আখতারের সভাপতিত্বে দলের সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন, ফজলুর রহমান বাবুল, শফি উদ্দিন মোল্লা, শহীদুল ইসলাম রোকনুজ্জামান রোকন, নইমুল আহসান জুয়েল, ওবায়দুর রহমান চুন্নু সভায় বক্তব্য রাখেন।

ঢাকার শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি আম্বিয়া বলেন,১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহের সৈনিক-জনতার ঐক্যের ভিত্তিতে এক দুঃসাহসিক অভ্যুত্থান করেছিলেন। জেনারেল জিয়ার ষড়যন্ত্রের ফলে এবং জাসদের কিছু ভুলত্রুটির কারণে এ বিপ্লব সফল হয়নি। জিয়া এই অভ্যুত্থান থেকে ফায়দা তুলতে জামাত-মুসলিম লীগকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে।দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আম্বিয়া বলেন,দেশ এখন দুর্বৃত্ত ও লুণ্ঠনকারীদের দৌরাত্মে দিশেহারা। শুদ্ধি অভিযানে সাফল্য নিয়ে সংশয় আছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংস্কার না হলে রাজনৈতিক দুর্নীতি দূর না হলে ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলা যাবে না।

বাংলাদেশ জাসদ সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলেন,গণতন্ত্র চর্চার জন্য পরিবেশ উম্মুক্ত করতে হবে। এজন্য সরকারের কিছু করার আছে।বাংলাদেশ জাসদের নিবন্ধন না দেওয়ায় ইসির সমালোচনা করে তিনি বলেন, অনেক নিষ্ক্রিয় দল নিবন্ধিত, অথচ বাংলাদেশ জাসদের মতো সক্রিয় দলের নিবন্ধন হয়নি। নিবন্ধনের নামে এমন প্রতারণা ও তামাশা বন্ধ করতে হবে।

সাংগঠনিক সম্পাদক হোসাইন আহমেদ তফছিরের পরিচালনায় এই সভায় জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য মুশতাক হোসেন, মো. খালেদ, করিম সিকদার, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু বক্তব্য দেন।

সৌহার্দ্য বাড়াতে এসেছি: মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, নভেম্বর ০৮।। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা বলেছেন, এভাবেই সম্পর্কোন্নয়ন হবে বলে আশাবাদী তিনি।গত বৃহস্পতিবার সকালে আফতাবনগরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে শিক্ষা, শিল্প, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন,মাত্র ১৫ দিন আগে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এনামুল হকের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি এবং আমি এখানে ছুটে এসেছি। কারণ আমি মনে করি যে, এভাবেই সম্পর্ক হয়।তিনি বলেন,আমি মনে করি, আমাদের এই উপমহাদেশের, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যান্ড এবং আমাদের পার্শবর্তী দেশগুলোর একটা বেশ বড় সম্ভাবনা রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারিনি। দেরিতে হলেও আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি।আমরা চেষ্টা করছি পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে আনতে। যদি প্রতিটি দেশের মানুষে মানুষে সম্পর্ক উন্নয়ন হয় আমরা আমাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারব।উন্নয়ন কর্মকা-র জন্য পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন মেঘালয় রাজ্য সরকারে অর্থ, জ্বালানি ও তথ্য-প্রযুক্তিসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় সামলে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া সাংমা।

তিনি বলেন,আমি মনে করি, মন্ত্রণালয়ে বসে কোনোভাবেই উন্নয়ন করা সম্ভব না। তাই আমি যেখানে যাই সেখানে বিমানে করে ঘুরি না, বরং আমি স্থলপথে চলতে পছন্দ করি। পথে চলতে চলতে একটা জায়গা সম্পর্কে অনেক ধারণা পাওয়া যায়।আমি বাংলাদেশে চার দিনের সফরে বিমান ব্যবহার করব না, আমি বাংলাদেশকে স্থলপথে ঘুরে দেখতে চাই।ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, আমি মনে করি যে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে হবে না। আপনাদের সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে হবে, সাধারণ মানুষ যেভাবে চলে সেভাবে চলে আপনাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। যখন আপনারা যেখানে যাবেন অবশ্যই সেখানে স্থলপথে ভ্রমণ করবেন এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবেন।

বাংলাদেশ ও মেঘালয়ের মধ্যে কোন কোন খাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা যায় তার ওপর আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন,বাংলাদেশে সিমেন্টের কারখানা আছে, সিমেন্ট বানাতে যে মূল উপাদান লাগে মেঘালয় রাজ্যে তা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও মেঘালয়ের মধ্যে আলোচনা হতে পারে যে, কীভাবে নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়।পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে মেঘালয়ে আরও পর্যটক কীভাবে বাড়ানো যায় সেগুলো চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃষি পণ্য রপ্তানি হয়, যার বেশ কয়েকটি মেঘালয়ে উতণ্য হয়। সে বিষয়ে বড় একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমি আশা করব, বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মেঘালয়ের এসব বিষয়ে বিভিন্ন সহযোগিতা আগের তুলনায় বাড়বে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এ সময় কনরাড কে সাংমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান।বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বক্তব্যে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সুবিধার দিকগুলো তুলে ধরেন।

বুলবুল: মোংলা, পায়রা চট্টগ্রামে বিপদ সংকেত

ঢাকা,নভেম্বর ০৮।। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বাংলাদেশ উপকূলের ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ায় মোংলা ও পায়রায় ৭ নম্বর এবং চট্টগ্রাম বন্দরে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত জারি হয়েছে।বুলবুলের গতিমুখ সুন্দরবনের দিকে, ৪ নম্বর সংকেত।পাশাপাশি কক্সবাজারে আগের মতই ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ আফতাব উদ্দিন জানান, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় এ ঝড় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৬২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, কক্সবাজার

ছয়ের পাতায়

চলচ্চিত্র উৎসবে চাঁদের হাট, বিগ বি''র অনুপস্থিতিতে মঞ্চ মাতালেন সৌরভ-শাহরুখ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শুক্রবার বিকেল। ঘড়ির কাঁটা ৪টের ঘরে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তখন চাঁদের হাট। কে নেই মঞ্চে? সৌরভ-শাহরুখ থেকে মহেশ ভাট, গৌতম ঘোষ, রাখী গুলজার, মাধবী মুখোপাধ্যায়-সহ টলিউডের একঝাক তারকা। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব মানেই নিঃসন্দেহে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। দেশ-বিদেশ থেকে নামী পরিচালকদের আগমন ঘটে এই সময়। চলচ্চিত্র উতসবের প্রাণকেন্দ্র নন্দন চত্বরে চলে দেদার ফিল্মি আড্ডা। আর এবার চলচ্চিত্র উতসব নিয়ে সিনেপ্রেমীদের সেই উন্মাদনা আরও বেড়েছে। কারণ, এবার ২৫শে পা রাখল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব। আর অবসান ঘটল সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার। নজর কাড়ল সৌরভ এবং শাহরুকের উপস্থিতি। দু''জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রদীপ জ্বালিয়ে ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের সূচনা ঘটালেন শাহরুখ খান। থালি গার্ল হিসেবে সাহায্য করলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। উতসব মঞ্চে উপস্থিত বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খান, বলিউড পরিচালক মহেশ ভাট, গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, প্রবীণ অভিনেত্রী রাখী গুলজার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের তিন তারকা সাংসদ তথা টলিউড অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী নুসরত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তী। এছাড়াও, চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন কোয়েল মল্লিক, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, রুক্মিনী মৈত্র, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, তনুশ্রী চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সৌরসেনী মৈত্র, অঙ্কুশ, পাওলি দাম, শতাব্দী রায়, ইন্দ্রানী হালদার-সহ আরও অনেকে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত অমিতাভ বচ্চন। চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে নতুন লোগো উদ্বোধন হল অনুষ্ঠান মঞ্চে।শাহরুখকে সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করে নিলেন সাংসদ নুসরত জাহান। শাহরুখ ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করানোর জন্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলার পরিচালকদের ধন্যবাদও জানালেন।উল্লেখ্য, এই প্রথমবার কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিসিসিআই চেয়ারম্যান তথা বাংলার ''দাদা'' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। সৌরভকে সংবর্ধনা জানালেন জিত গঙ্গোপাধ্যায়। রাখী গুলজারকে সংবর্ধনা জানালেন দেব। মঞ্চে আরও একবার খোশ মেজাজে দেখা গেল ''সড়ক'' জুটি মহেশ ভাট এবং যিশু সেনগুপ্তকে। উল্লেখ্য, এবার বাংলা সিনেমাও পা রাখল শতবর্ষে।মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভ বলেন, ''আমি বিশেষ কোনও স্পিচ তৈরি করে আসিনি। ধন্যবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবার শতবর্ষ পূরণ হল বাংলা সিনেমার। এই শহর দেখেছে সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটককে। যার জন্য সারা বিশ্ব চেনে ভারতীয় সিনেমা এবং বাংলা সিনেমাকে। সিনেমা নিয়ে নতুন প্রজন্মের উতসাহ দেখলেও ভাল। এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। কলাকুশলী থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই। যারা বাংলা ছবিকে আজ এই উচ্চতায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। অনেকেই সিনেমা রিলিজ করতে পারেন না, তাদের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।'' শাহরুখ খানকেও আমন্ত্রণ জানালেন ''বাংলার দাদা''।বাংলাতেই বক্তৃতা দিলেন অভিনেত্রী রাখী গুলজার। তিনি বলেন, ''আমি এই বাংলার মেয়ে। আমার ধমনীতে বাংলা রয়েছে। আজ এই উতসব বিগত ২৫ বছর ধরে চলছে। বাংলার মেয়ে হিসেবে আমি গর্বিত। আজকে এখানে যারা উপস্থিত, তাদের জানাই আমার শ্রদ্ধা, শুভকামনা। আপনারা ভাল থাকুন। আমি অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখেছি, এত আন্তরিকতা কোথাও দেখিনি।'' এরপর মঞ্চেই তিনি শাহরুখকে দিয়ে গাওয়ালেন ''ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।'' তবে ব্যক্তিগতভাবে রাজ চক্রবর্তী প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেনও। অনুপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা মনোজ মিত্রের

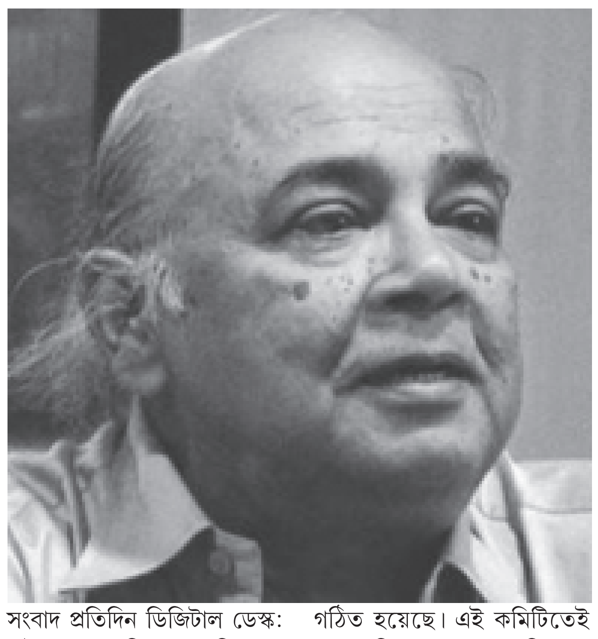

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মনোজ মিত্র। শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে চিঠি দিয়ে নিজে ইস্তফার কথা জানান এই নাট্য ব্যক্তিত্ব। চিঠিতে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। যদিও অনেকের ধারণা, নতুন যে কমিটি গঠিত হয়েছে, তা তাঁর মনের মতো হয়নি। যদিও মনোজ মিত্র এনিয়ে কিচ্ছু বলেননি।দু''সপ্তাহ আগে নাট্য অ্যাকাডেমিতে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতেই সভাপতি পদ পেয়েছিলেন মনোজ মিত্র। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নাট্য অ্যাকাডেমির উপদেষ্টাদের যে তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছিল, সেখানে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়দের নাম ছিল না। অথচ নতুন তালিকায় ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষদের নাম ছিল। এবিষয়ে আজ মনোজ মিত্র জানান, তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধুদের নাম তালিকায় ছিল না। এমন হওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। যদিও তাঁর ইস্তফার পিছনে এই কারণ দর্শাননি তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে জানিয়েছেন মনোজ মিত্র।কিছুদিন আগেই নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে ইস্তফা দেন নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। নাট্যকার জানিয়েছিলেন, বয়সের কারণে তিনি নাটকের জগত থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। কাজ করেন খুব কম। এমন পরিস্থিতিতে নাট্য অ্যাকাডেমির পদ অধিকার করে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া অ্যাকাডেমিতে এমন কোনও কাজ হয় না যার জন্য তাঁর মতো সিনিয়র মানুষের পরামর্শ দরকার। যা হয়, তা রুটিন কাজ। যাঁরা এখন অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন, তাঁরা সেই কাজ সামলে নিতে পারবেন। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করা হবে। সেখানে তাঁর কোনও কাজ নেই। তাছাড়া অনেক সিনিয়র নাট্যকারই ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। তিনিও সেই পথ অনুসরণ করেছেন। এবার বিভাসের সঙ্গে সেই একই পথেরই পথিক হলেন মনোজ মিত্রও।

সলমানের ''রাধে''-র সঙ্গে জুড়লেন তামিল অভিনেতা ভরত নিওয়াস

ধুমধাম করেই ''রাধে''-র সূচনা করলেন সলমান খান। ''দাবাং ৩''-এ মোশন পোস্টারে অভিনেতার ''রাধে'' ছবির একঝলক দেখা যায়। আর এরপরেই সলমান ঘোষণা করেন কলাকুশলীদের নাম। দিশা পাটানি, রণদীপ হুড্ডা-র পাশাপাশি এবার ''রাধে'' ছবিতে নাম জুড়ল তামিল অভিনেতা ভরত নিওয়াসের। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ভরতকে।সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের খুশি জাহির করে অভিনেতা লিখেছেন, ''আশা থাকলে সবকিছু অর্জন করা যায়। ''রাধে''-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মনে হচ্ছে একটা স্বপ্ন যেন পূরণ হল মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই-এর মাধ্যমে। ধন্যবাদ জানাতে চাই মাস্টার প্রভু দেবাকে।'' জানা গিয়েছে, ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রভু দেবা।''দাবাং ৩''-র পর ''রাধে'' ছবির শ্যুটিং শুরু করবেন সলমান। তবে ইতিমধ্যেই শ্যুট শুরু হয়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবিও ভাইরালও হয়েছে। আগামী বছরের ঈদে মুক্তি পাবে সলমানের ''রাধে''।

কেন রাতে শুটিং করেন না টাইগার ?

স্টুডেন্ট অব দি ইয়ার-টুসিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছেন চাংকি পান্ডের মেয়ে অনন্যা পান্ডে। সিনেমায় তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন টাইগার শ্রফ ও তারা সুতারিয়া।বর্তমানে ইশান কাট্টারের সঙ্গে খালি পিলি সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত অনন্যা। শুধু রাতেই সিনেমাটির শুটিং হচ্ছে। কিন্তু এর আগে কখনোই রাতে শুটিং করেননি এই অভিনেত্রী।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে অনন্যা বলেন, আমি রাতে শুটিং করিনি কারণ কোনো সুযোগ ছিল। টাইগার ১০টা বাজলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সারা-কার্তিক সম্পর্ক ভাঙ্গার কারণ কি অনন্যা ?

সারা আলি খানের সঙ্গে কার্তিকের ব্রেক-আপ নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে জল্পনা তুঙ্গে। অনেকেই বলেছেন যে আর এক সঙ্গে নেই তাঁরা। কারণ নাকি সময়ের অভাব। তবে অনেকে আবার বলছেন, কার্তিকের নেক্সট রিলিজ ''পতি পত্নি অউর ও''-এর কো স্টার অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন কার্তিক।

একই বৃন্তে দু''টি কুসুম শাহরুখ-সৌরভ'': মমতা

কলকাতা- কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনে বসেছিল চাঁদের হাট। প্রত্যেকবারের মতোই এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে হয়ে গেল ২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এদিন মঞ্চ আলো করে ছিলেন শাহরুখ খান, রাখী গুলজার ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।এদিন সব শেষে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবারের মতোই শাহরুখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। মমতা বলেন, শাহরুখ বিশ্ব বিখ্যাত অভিনেতা। ওকে সারা পৃথিবীর মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু ওর কোনও অহঙ্কার নেই। ও মানবিকতায় বিশ্বাস করে। আমার খুব ভালো লাগে ও প্রতি বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উতসব উদ্বোধন করতে আসে।তবে শুধু শাহরুখ নয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও ভূয়সী প্রশংসা করেন মমতা। তিনি বলেন শাহরুখ ও সৌরভ হলেন, একই বৃন্তে দুটি কুসুম।সৌরভ সম্পর্কে মমতা বলেন, সৌরভকে অনেক অভিনন্দন বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য। প্রেসিডেন্টের আসনে বসার পরে এই প্রথম কোনও জনসমক্ষে কোনও অনুষ্ঠানে আসল ও। আমি জানি ও ভালো করবে।এদিন শাহরুখও বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, তিনি প্রতিবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবে এসে খুশি। এছাড়াও তিনি বলেন, এই শহর জানে কী ভাবে ভালোবাসতে হয়। আপ্যায়ন করতে হয়। আর মমতা দিদির মতো ভালো কোথাও কেউ নেই।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এদিন বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু উনি আসলে আমাদের সকলের দিদি।এছাড়াও সৌরভ বলেন, এবছর কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবের ২৫ বছর হচ্ছে। কিন্তু বাংলা ছবির ১০০ বছর হচ্ছে। কলকাতাকে সারা বিশ্বের মানুষ সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের জন্য চেনে।

বন্ধ করা হোক কেবিসি উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ কেবিসি-র সিজন ১১-তে সম্প্রতি একটি প্রশ্ন আসে, সেখানে বলা হয়, ''এই শাসকদের মধ্যে, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক কে ছিলেন?'' এই প্রশ্নের চারটি অপশন দেওয়া ছিল। প্রথম অপশন ছিল ''মহারানা প্রতাপ'', দ্বিতীয় অপশন ''মহারানা রঞ্জিত সিংহ'', তৃতীয় ছিল ''রানা সাঙ্গা'' ও চতুর্থ অপশনে লেখা ছিল ''শিবাজি''।এই প্রশ্নের স্ক্রিন শট নিয়ে এক ইউজার টুইট করেছেন, ছত্রপতি শিবাজি দেশের জন্য এত কিছু করলেন, তাও তাঁকে এভাবে অপমান? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কী শিখবে?এই ঘটনাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কেবিসি বয়কটের ঝড় উঠেছে।বয়কট কেবিসি সোনি টিভি'', সকাল থেকে টুইটারে এই হ্যাসট্যাগ সর্বোচ্চ ট্রেন্ডিং। নেটিজেনদের একাংশ ''কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'' (কেবিসি)-বয়কট করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে অপমান করা হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের হোস্ট করা শো কেবিসির একটি প্রশ্নে। শিবাজিকে ছোট করে দেখানো হয়েছে।কেবিসি-র সিজন ১১-তে সম্প্রতি একটি প্রশ্ন আসে, সেখানে বলা হয়, ''এই শাসকদের মধ্যে, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক কে ছিলেন?'' এই প্রশ্নের চারটি অপশন দেওয়া ছিল। প্রথম অপশন ছিল ''মহারানা প্রতাপ'', দ্বিতীয় অপশন ''মহারানা রঞ্জিত সিংহ'', তৃতীয় ছিল ''রানা সাঙ্গা'' ও চতুর্থ অপশনে লেখা ছিল ''শিবাজি''।এই প্রশ্নের স্ক্রিন শট নিয়ে এক ইউজার টুইট করেছেন, ছত্রপতি শিবাজি দেশের জন্য এত কিছু করলেন, তাও তাঁকে এভাবে অপমান? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কী শিখবে?প্রচুর মানুষ এই মতের সঙ্গে একমত হয়ে টুইট করেছে। তাঁদের বক্তব্য,প্রশ্নে ঔরঙ্গজেবকে সম্রাট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি উত্তরের অপশনের বাকি তিন জনের নামের আগে হয় ''মহারানা''বা ''রানা'' লেখা হয়েছে, কিন্তু শিবাজির নামের সঙ্গে না আছে ''ছত্রপতি'' উপাধি না আছে ''মহারাজ''।শিবাজিকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ নামেই উল্লেখ করা হয় সব জায়গায়। সেই জায়গায় এভাবে উপাধি ছাড়া শুধু তার নাম উল্লেখ করাকে নেটিজেনরা ভালভাবে নেননি। ''বয়কট কেবিসি সোনি টিভি'' হ্যাসট্যাগে সকাল দুপুর একটা পর্যন্ত প্রায় ২২ হাজার টুইট হয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

আমার ধমনীতে বাংলা বইছে'', চলচ্চিত্র উৎসবে এসে জানালেন রাখি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আনুষ্ঠানিক ভাবে এক সপ্তাহের জন্য যাত্রা শুরু হল ২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের। নেতাজী ইন্ডোরে এদিন বসেছে চাঁদের হাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এদিন প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হল ২৫ তম চলচ্চিত্র উতসবের। এদিনের অনুষ্ঠানে এসে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও বাংলার মেয়ে রাখি গুলজার।এদিনের অনুষ্ঠানের সৌজন্যে দীর্ঘ ১৬ বছর পর কলকাতায় এলেন তিনি, এসেই বাংলায় স্বমহিমায় বক্তব্য রাখেন রাখি। শাহরুখ খানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জানান, ''উপস্থিত সমস্ত অতিথিদের জানাই অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আমি বাংলার মেয়ে, আমার ধমনীতে বাংলা বইছে। আজ এই উতসব বিগত ২৫ বছর ধরে চলছে।''পাশাপাশি এদিন শাহরুখ খানকে বাংলায় বলতে বলেন, ''ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা''। কার্যত মজার ছলে চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনে বিশেষ বক্তব্য রাখেন রাখি গুলজার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের চেয়্যারম্যান রাজ চক্রবর্তী। যদিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন। গতকাল রাতে হঠাত করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাখি গুলজার ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি, শাহরুখ খান, মহেশ ভাট, মহেশ ভাট ছাড়াও বাংলা ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীরা।

মালাইকার সঙ্গে রাতের পার্টিতে হুল্লোড়, প্রকাশ্যে অর্জুনের সেই ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন : রাখিবন্ধন উতসবের সকালে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান অর্জুন কাপুর। বোন অংশুলা কাপুর, রিয়া কাপুর, সোনম কাপুর, আনন্দ আহুজাদের সঙ্গে রাখিবন্ধনের সকাল হইহই করে দিব্যি কাটিয়ে দেন বলিউডের এই অভিনেতা। রাখির উতসব শেষ করে, অর্জুন কাদের সঙ্গে রাত কাটালেন জানেন?রিপোর্টে প্রকাশ, বোনদের হাতে রাখি পরে রাতে মালাইকা অরোরার সঙ্গে সময় কাটালেন বনি কাপুরের ছেলে। অর্জুন-মালাইকার সঙ্গে বৃহস্পতিবারের সেই ''গেম নাইটে''

হাজির হন ফারাহ খান, শ্বেতা বচ্চন নন্দা, সাজিদ খান-রা। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে সেই ছবি শেয়ার করেন ফারাহ খান। অর্জুন, মালাইকার ওই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায় হু হু করে।সম্প্রতি মেলবোর্নে একসঙ্গে যান অর্জুন কাপুর এবং মালাইকা অরোরা। মোলবোর্নে চলচ্চিত্র উতসবের অনুষ্ঠান শুরু হলে, মালাইকাকে নিয়ে অর্জুনের মজা করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। যা শুনে ক্ষেপে যান অর্জুন কাপুর। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠান চলাকালীন সেখানে অনেক মহিলা রয়েছেন, সঞ্চালক যেন তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মজা করেন, এমন মন্তব্যও করতে সোনা যায় অর্জুন কাপুরকে।

পশুদের বাঁচানোর জন্য আইনকে আরও কঠিন করা হোক: অনুষ্কা শর্মা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বলিউডে অন্যতম পশুপ্রেমি অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম থাকে অনুষ্কা শর্মার। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা-ঘাটে পশুদের হত্যা করা বা তাঁদের ক্ষতির প্রবণতা সাধারণ মানুষদের মধ্যে বেশি করে দেখা যায়। যার জন্য পশুপ্রেমীদের এই বিষয়ে জোর গলাতে অ্যাওয়ার্ড তোলার

কথা বলেছেন অনুষ্কা। তিনি জানান, ''আমরা লোকদেখানো ভালোবাসা না দেখিয়ে পশুদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে কোনও আইনের কথা ভাবলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। কিন্তু আমরা তা না ভেবে পশুদের নির্মম অত্যাচার ও তাঁদের ক্ষতি করার চেষ্টা করি।''তিনি আরও জানান, ''বছরের পর বছর, পশুদের ভালোর জন্য অনেকেই আওয়াজ তোলেন। কিন্তু আদপে কোনও নিয়ম নেই আর তা থাকলেও কোনও সাহায্যে করে না অবলা জীবদের।'' তিনি কিছুদিন আগেই পশুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি ক্যাম্পেইন চালু করেন, ''জাস্টিস ফর অ্যানিমাল''। ১৯৬০ সালের যে পশু অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন আছে তাঁর পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছেন অনুষ্কা। এই বিষয়ে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ''প্রত্যেক প্রানীর বেঁচে থাকার গুরুত্ব রয়েছে, জীবনের দাম আছে। এই সুন্দর বিশ্বে সবার বাঁচার অধিকার আছে। শুধুমাত্র মানুষ বেঁচে থাকবে এটা কোনওদিন হয় না। মানুষকে যদি শাস্তি দেওয়ার হাত থেকে আইন বাঁচায় তাহলে পশুদের জন্যও এই নিয়ম আনা উচিত। যদি কোনও মানুষ মনে করে একটি পশুর থেকে তাঁর জীবনের দাম বেশি, তাহলে তাঁর থেকে খারাপ কিছুই হতে পারে না।''তিনি আরও জানান, ''কোনও পশুর ভাগ্য ভালো যাকে মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয় নি। দেশে বিভিন্ন জায়গায় কুকুরদের হত্যা করা হয় কোনও কারণ ছাড়াই। তাই আমি চাই ভারতে পশুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে ১৯৬০ সালের আইন আর ও কঠোর করা হোক।''

মন ভাঙল সারার !

এএনএম নিউজ ডেস্ক :শুধু সৌন্দর্য নয়, অভিনয় দক্ষতার গুণে ইতিমধ্যে সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। বলিউডের হার্টথ্রব বললেও হয়তো কম বলা হবে। বলছিলাম, অভিনেতা সাইফ আলী খানের মেয়ে সারা আলী খানের কথা। শোনা যাচ্ছে, অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় মন ভেঙেছে এই অভিনেত্রীর।সূত্রের খবর শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়েই গেল সারা ও কার্তিকের। তাদের আর বলিউডের সেলেব জুটি বলা যাবে না। ''লাভ আজকাল টু''-এর প্রচারেই শুধু তাদের একসঙ্গে দেখা যাবে। বাস্তবে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলেই জানা গেছে।রিপোর্টে প্রকাশ, বর্তমানে নিজেদের ক্যারিয়ার বেজায় ব্যস্ত সারা ও কার্তিক। বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে বর্তমানে ''কুলি নম্বর ওয়ান''-এর রিমেকের শুটিং শুরু করেছেন সারা। অন্যদিকে কার্তিক ব্যস্ত ''পতি পত্নী অউর ও''-এর প্রচারে। পাশাপাশি ''ভুলভুলাইয়া টু'' এবং ''দোস্তানা টু''-এর শুটিং নিয়েও কার্তিক ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে শুটিং সেরে একে অপরকে কোনোভাবেই সময় দিতে পারছেন না সারা ও কার্তিক। সেই কারণেই নাকি দুজনে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন।যদিও বিষয়টি নিয়ে কার্তিক কিংবা সারা, কেউই মুখ খোলেননি। পাশাপাশি কী কারণে তাদের বিচ্ছেদ হচ্ছে, সে বিষয়েও কোনো মন্তব্য করেননি এ দুই তারকা।এদিকে মেয়ে সারাকে সাইফ নানা পরামর্শ দিয়েছেন বলেও খবরে বলা হয়েছে। সম্প্রতি মেয়েকে সাইফ বলেছেন, ভালো অভিনয় করাটাই যেন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হয়, বড় তারকা হওয়া নয়।শুধু তাই নয়, বড় তারকা হওয়ার লক্ষ্যে এগোতে শুরু করলে অভিনয়ের দিক থেকে নজর সরে যেতে পারে বলেও মেয়েকে সতর্ক করেন ছোট নবাব।উল্লেখ্য, ''কেদারনাথ'' দিয়ে বলিউডে পা রেখেছেন সারা। প্রথম সিনেমায় সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে জমিয়ে অভিনয় করেছেন। এরপর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে ''সিম্বা''-তেও অভিনয় করতে দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে।

শুক্রবার চন্দুলে এডিসি ভিলেজে জনতার দরবারে অংশ নিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি-নিজস্ব

নিলামবাজারে প্রতিবেশীর হাতে যৌননিগ্রহের শিকার বালিকা, থানায় অভিযোগ, আটক অভিযুক্তের বাবা

নিলামবাজার (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতিবেশী ভিন ধর্মী এক যুবকের হাতে ধর্ষিতা হওয়া থেকে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে বছর এগারোর নাবালিকা। ঘটনার বর্ণনা করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত পালিয়ে বাঁচলেও, তার বৃদ্ধ বাবাকে আটক করেছে নিলামবাজার পুলিশ। ঘৃণ্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর নিলামবাজারে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। কিশোরীকে সুবিচার পাইয়ে দিতে মাঠে নেমেছেন বিজেপিনেত্রী শিপ্রা গুন ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের নিলামবাজার প্রখণ্ডের সভাপতি শশাঙ্ক দত্ত। ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার নিলামবাজার থানা এলাকার কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যন্ত মেঘনা বড়ান্তর গ্রামে।

জানা গেছে, শ্লীলতাহানির শিকার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ভুক্তভোগী কিশোরীদের বাড়ির পাশে আশ্রমে গত বৃহস্পতিবার বাৎসরিক কীর্তন চলছিল। কীর্তনের মেলায় বাবা দোকান বসিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মা বন্ধন-এর কিস্তির টাকা জমা দিতে গ্রুপ মিটিঙে চলে যান। এই সুযোগে একই গ্রামের জনৈক ইসলাম উদ্দিনের ছেলে রেজওয়ান আলি (২২) অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিশোরীর ঘরে ঢোকে ঘরে ঢুকে জবরদস্তি কিশোরীর হাত ধরে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করে। এক সময় তাকে বিবস্ত্র করে কামনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয় রেজওয়ান। মেয়েটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে চড়-থাপ্পরও মারে লম্পট রেজওয়ান। এমন সময় হঠাৎ কীর্তনের মেলা থেকে নাবালিকার ছোট ভাই তাদের ঘরে হাজির হয়। তখন বালিকাকে ছেড়ে রেজওয়ান পালিয়ে গেলে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায় বালিকাটি।

তবে রেজওয়ানের লালসার শিকার থেকে বাঁচলেও জোর জবরদস্তির ফলে কিশোরীর শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি জখম হয়। এদিনই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে নিলামবাজার থানায় অভিযোগনামা দায়ের করেছেন নাবালিকার বাবা। পুলিশ ভুক্তভোগী কিশোরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মামলার তদন্তে নামে। কিন্তু অভিযুক্ত রেজওয়ানকে না পেয়ে তার বাবা ইসলাম উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ

এদিকে, চরম ন্যাক্কারজনক ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন নিগৃহীতার বাড়িতে ছুটে যান। তিনি তাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে এর বিচার পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শিপ্রা গুন টেলিফোনে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের সঙ্গে কথা বলে অনতিবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হলে পুলিশ প্রশাসন দায়ী থাকবে বলেও কড়া সতর্কবার্তা ছুঁড়ে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ময়দানে নেমেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের নিলামবাজার প্রখণ্ড। প্রখণ্ড সভাপতি শশাঙ্ক দত্ত ভিন ধর্মী অভিযুক্ত যুবককে শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ঝাড়খণ্ডে মহাজোটকে নেতৃত্ব দেবেন হেমন্ত

রাঁচি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডে বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে কংগ্রেস, আরজেডি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জেএমএমের কার্যকারি সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হন আরজেডির তেজস্বী যাদব, কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রামেশ্বর ওরাও। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তিন দলের শীর্ষ রাজ্য নেতৃত্ব। এই জোটের সব থেকে বড় দল হচ্ছে জেএমএম। এই জোটের নেতৃত্ব করবেন হেমন্ত সোরেন।

সূত্রের দাবি আসন সমঝোতা নিশ্চিত চূড়ান্ত করে ফেলেছে তিন দলের নেতারা। শুক্রবার যে কোনও সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে এই জোটের ঘোষণা করা হবে। কংগ্রেস নেতা রামেশ্বর ওরাও জানিয়েছেন, শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে এই জোটের ঘোষণা করা হবে। বামদলগুলি এই জোটে যোগ দেবে না বলে জানিয়েছেন। তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, জোটবদ্ধ ভাবেই ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় লড়াই করা হবে। হেমন্তই এই মহাজোটকে নেতৃত্ব দেবেন। অন্যদিকে, হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চার নেতা জিতারাম মাঝি জানিয়েছেন যে কোনও জোটে না গিয়ে একাই লড়বে তাঁর দল। মহাজোট তাঁদের দলকে অবজ্ঞা করেছে। পাশাপাশি বিহার বিধানসভাতেও তাঁর দল একাই লড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি।

৯২ তম জন্মবার্ষিকী লালকৃষ্ণ আডবাণীর ঃ লৌহপুরুষকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): লৌহপুরুষ হিসেবে পরিচিত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, ৯২ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখ। টুইট করে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। শুক্রবার, ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লৌহপুরুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''বিদ্বান, রাজনীতিক এবং অন্যতম সম্মানীয় নেতা, ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শ্রী লালকৃষ্ণ আডবাণীজীর অবদান চিরকাল মনে রাখবে ভারত। জন্মদিনে, আডবাণীজী হার্দিক শুভেচ্ছা এবং তাঁর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করিঊ'' টুইট করে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি শুক্রবার সকালে লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই আডবাণীর বাসভবনে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখঊ আডবাণীর বাসভবনে বেশ কিছু সময় কাটান তাঁরা।

৯২ তম জন্মবার্ষিকীতে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ওঊ শুক্রবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''লালকৃষ্ণ আডবাণীজীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাইঊ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুনঊ'' উল্লেখ্য, ১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর করাচিতে (বর্তমান পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশের সপ্তম উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন, কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে পাক-হামলায় শহিদ ভারতীয় জওয়ান

জম্মু, ৮ নভেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষবিরতি ভেঙে ফের হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সাব-ডিভিশনের কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাগুলি বর্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। শহিদ ভারতীয় জওয়ানের নাম এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

শুক্রবার সকালের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (জম্মু) জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সাব-ডিভিশনের কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। শুক্রবার সকালে কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনী। বিনা প্ররোচনায় পাক হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। কিন্তু, গুলির লড়াই চলাকালীন গুরুতর জখম হন একজন ভারতীয় জওয়ান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই জওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শাবককে গাড়ি ধাক্কা মারায় ক্ষিপ্ত মা হাতি গুড়িয়ে দিল গাড়ি

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : হস্তি শাবককে গাড়ি ধাক্কা মারায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মা হাতি। ভেঙে গুড়িয়ে দিল গাড়িটি। ওই গাড়ির দুই আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে বাগডোগরা ও নকশালবাড়ির মাঝে দু'নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে।

জানা গেছে, রাত এগারোটা নাগাদ কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে দাঁড়িয়েছিল একটি বড় হাতির দল। এই সময় একটি ছোট গাড়ি বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় ওই দলে থাকা একটি হস্তি শাবককে ধাক্কা মারে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল মা হাতি। শাবক গাড়ির ধাক্কায় জখম হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। ভাঙচুর শুরু করে ওই গাড়িতে। গাড়ির মধ্যে ছিলেন চালক সহ দুই আরোহী। হাতির তাণ্ডবের জেরে গুরুতর জখম হন তাঁরা। জানা গেছে, সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাওয়া অন্য গাড়িগুলোতেও হামলার চেষ্টা করে ক্ষিপ্ত হাতিটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় বনদফতরের কর্মীরা। তাঁরা জানান, বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাতির দল চা বাগানের ভেতর দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। গাড়ির ধাক্কায় হস্তি শাবকটি গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।

আডবাণীর ৯২তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা শিবরাজের

ভোপাল(মধ্যপ্রদেশ), ৮ নভেম্বর (হি.স.) : দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির লৌহ পুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণীর ৯২তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহন। পাশাপাশি বর্ষীয়ায় নেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সভাপতি রাকেশ সিং। শুক্রবার বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্যুইটারে লিখেছেন, রাজনীতিতে সুচিন্তা এবং সেবার প্রতীক। সকলের প্রেরণা এবং পথপ্রদর্শক তিনি। শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আডবাণীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। পাশাপাশি বর্ষীয়ান নেতার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীর আর্শীবাদ সবার উপর সহায় সেই কামনাই করেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাকেশ সিং নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির কর্ণধার। আমাদের সকলের পথপ্রদর্শককে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা।' কৈলাস বিজয়বর্গীয় নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, 'জন্মদিনের শুভেচ্ছা। বিজেপির বরিষ্ঠ, তপস্যিই এবং দলের অন্যতম পথিকৃত শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আডবাণীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' কৈলাস বিজয়বর্গী তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

পুঞ্চ সেক্টরে নিকেশ দুই পাকিস্তানি জওয়ান, গুঁড়িয়ে গেল সেনা ছাউনি

পুঞ্চ, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের যোগ্য জবাব দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুক্রবার দুইবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। এদিন সকালে পুঞ্চের মেন্ধরের কেজি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাকিস্তানের গোলায় শহিদ হন এক জওয়ান। পাল্টা যোগ্য জবাব দিয়ে ভারত পাকিস্তানের দুই জওয়ানকে খতম করেছে।

পাশাপাশি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একটি পাকিস্তানি সেনা ছাউনি। এদিন দুপুরে ফের একই সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। অন্যদিকে এর আগে কৃষ্ণাঘাটি সেক্টরে বৃহস্পতিবার রাত ২টো ৩০মিনিট নাগাদ গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গোলাবর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুক্রবার সকাল ১১টা ৪৫মিনিট নাগাদ ফের গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকিস্তান। তিনদিন আগে পাকিস্তান পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া হীরানগর, রঠুয়া, পানসর, মানসারীর মতো ঘনবতি পূর্ণ এলাকায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান।

পৃথক রাজ্য 'ডিমারাজি'-র দাবিতে অটল ডিএইচডি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ

হাফলং (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.) : 'ডিমারাজি' গঠনের দাবিতে অটল ডিমা হালম দাওগা (ডিএইচডি)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ নুনিসা। কোনও অবস্থায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চান না তিনি বা তাঁর সংগঠন। এক সময় ডিমারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে তদানীন্তন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা তথা বর্তমান ডিমা হাসাও জেলায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল ডিমা হালম দাওগা। সে সময় পাহাড়ে অনেক রক্ত ঝরেছিল। দীর্ঘদিন ডিএইচডি-র এই সশস্ত্র আন্দোলন চলার পর ২০১২ সালে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ডিএইচডি-র মেমোরেন্ডাম অব সেটেলমেন্ট (এমওএস) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ নুনিসার অভিযোগ, এই এমওএস স্বাক্ষরিত হওয়ার সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও চুক্তি মোতাবেক কোনও কিছুই রূপায়িত হয়নি।

সম্প্রতি ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র নেতা ও ক্যাডারদের নিয়ে গঠিত হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন দিলীপ নুনিসা। তিনি বলেন, এবার তাঁর নেতৃত্বে পৃথক ডিমারাজি রাজ্য গঠনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলবে। নুনিসার বক্তব্য, পৃথক ডিমারাজি রাজ্য গঠনের দাবি থেকে তিনি একচুলও সরে আসবেন না। প্রাক্তন সতীর্থদের নিয়ে তাঁর এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত থাকবে, জোরের সঙ্গে বলেন দিলীপ। শুক্রবার হাফলঙে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় দিলীপ নুনিসা বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে এবং পৃথক ডিমারাজি গঠনের দাবিতে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পর ডিএইচডি অস্ত্র ছেড়ে ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে এমওএস স্বাক্ষর করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছিল। তবে এই এমওএস স্বাক্ষরিত হওয়ার সাত বছর পার হওয়ার পর এর সফল রূপায়ণ হয়নি। এমন-কি সমঝোতাপত্রে লিপিবদ্ধ ডিএইচডি সদস্যদের উপর বিদ্যমান সব মামলা প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ থাকলেও এগুলি এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। যার দরুন আইনি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ডিএইচডি সদস্যদের। বিভিন্ন সময় হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে তাদের, অভিযোগ দিলীপের।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সরকারের পক্ষ থেকে ডিএইচডি সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এবার ভেঙে দেওয়া ডিমা হালম দাওগার সিভিল উইং হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে অতি শীঘ্র সাক্ষাৎ করে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের সফল রূপায়ণের দাবি জানাবেন ডিএইচডি-র প্রাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ নুনিসা।

মহারাষ্ট্রে শিবসেনার একগুঁয়েমি অপরিণত রাজনীতির পরিচয় : সাংসদ আর কে সিনহা

গয়া (বিহার), ৮ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুরনো সরকারের মেয়াদ ফুরনোর একদিন আগেও নতুন সরকার গঠন নিয়ে পুরোদস্তুর অচলাবস্থা জারি রয়েছে মারাঠা-ভূমিতেঊ নিজেদের সিদ্ধান্তে এখনও অনড় নিয়েছে শিবসেনাঊ শিবসেনার এই একগুঁয়েমিকে অপরিণত রাজনীতির পরিচয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ সাংসদ আর কে সিনহার মতে, শিবসেনার এই একগুঁয়েমি অপরিণত রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়ঊ মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে, তা দূর করা উচিত শিবসেনার। শুক্রবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ প্রবীণ বিজেপি নেতা বলেছেন, 'ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বৃহত্তম দলকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য রাজ্যপালঊ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ এমন পরিস্থিতিতে বিজেপিকে প্রথমে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন রাজ্যপালঊ' সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'নির্বাচনের পূর্বে কোনও দল, কাদের সঙ্গে কোন শর্তে কথা বলেছেন, সংবিধানে এর কোনও স্থান নেইঊ সংবিধান প্রক্রিয়ায় কোনও দলের মধ্যে শর্ত ও আলোচনার কোনও জায়গা নেই।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ফের ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কা

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স): ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ফের ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা । সতর্ক প্রশাসনও। আগামী শনি, রবি ও সোমবার যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর , তার জেরে ডেঙ্গি প্রকোপ আরও মাসখানেক বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। আবার অনেকের দাবি, তাপমাত্রা কমলে সে আশঙ্কা ভিত্তিহীন। যদিও উদ্ভূত পরিস্থিতি যে সুবিধার নয়, তার ইঙ্গিতও মিলছে প্রশাসনিক স্তরেও। আজ, শুক্রবার কলকাতা পুরভবনে স্বাস্থ্যসচিব সঞ্জমিত্রা ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত 'হাই অ্যালার্ট'ও জারি করেছে পুরসভা। কেননা, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুর-এলাকায় চলতি মরসুমে প্রায় ২,৬০০ জন আক্রান্ত হয়েছেন ডেঙ্গিতে। বৃহস্পতিবারও লি সিয়ং কং (২৪) নামে ট্যাংরার এক তরুণ মারা গিয়েছেন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ৩১ অক্টোবর জ্বর নিয়ে ভর্তির পর হাসপাতালেই তাঁর রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু ধরা পড়ে। এ দিন সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় তাঁর। এরই মধ্যে ফের বৃষ্টি। আর তাতেই প্রমাদ গুনছেন চিকিৎসকরা।

ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন অধিকর্তা অমিয়কুমার হাটির কথায়, 'ছোটখাটো পরিসরের জমা জলই ডেঙ্গি মশার জন্য আদর্শ ধাত্রী ভূমি । আর দুর্গাপুজো,কালীপুজোর পর এখন সর্বত্রই খুঁটি পোতার গর্ত ভর্তি শহর জুড়ে। সেগুলোর সিংহভাগই বোজানো হয়নি। ফলে এবার যে বৃষ্টিটা হচ্ছে তার জেরে নিশ্চিত জল জমবে ওই সব গর্ত আর খানাখন্দে। ডেঙ্গির বাহক মশা এডিস ইজিপ্টাই জন্মানোর রাস্তাই তাতে চওড়া হবে।' প্রবীণ এই পরজীবী বিশেষজ্ঞের উদ্বেগের কারণ হল, এদিনের এই বৃষ্টির জেরে ডেঙ্গির প্রকোপ হয়তো কয়েক ধাপ বেড়ে যাবে ।

পতঙ্গবিদদের অনেকে বলছেন, একটি পরিণত মশা একবারে ১০০-২০০ ডিম পাড়তে পারে । এর মধ্যে ৮০ু ডিম ফুটে লার্ভা তৈরি হয়ে যায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই । সেই লার্ভা থেকে পরে মশা জন্মালে সেগুলি ফের মানুষকে কামড়ে ডেঙ্গি ছড়াবে । তার ওপর আবার সেই মশাগুলোও জীবদ্দশায় পাঁচ বার পর্যন্ত ডিমও পাড়বে, যা থেকে আরও ডেঙ্গির মশা জন্মাবে । অর্থাৎ, একটি মশা থেকে হাজার চারেক ডেঙ্গির মশা জন্মাতে পারে । তাই আগামী তিন দিনের বৃষ্টিতে যে জল জমবে, তা নিয়ে চিন্তিত সকলেই।

যদিও কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস জানাচ্ছেন, ব্যাপারটা এত সরল করে না দেখাই ভালো। কেননা, ডিম থেকে পরিণত মশা জন্মাতে গেলে অন্তত আট দিন সময় লাগার কথা। এবং সেই পুরো সময়টাতেই আর্দ্র আবহাওয়া দরকার। বুলবুলের প্রভাব কেটে গিয়ে যদি আগামী বুধ, বৃহস্পতিবার থেকেও চড়া রোদ ওঠে এবং তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয়ে যায়, তা হলে ডেঙ্গি মশার বংশবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই।

কলকাতা পুরসভা অবশ্য কোনও ভাবেই কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ অবশ্য বলেন, 'ঠান্ডা পড়ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে জল জমে যে সব এলাকায়, সেখানে অবশ্যই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে বুলবুলের জন্য আলাদা কোনও প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই। সারা বছরই আমরা তৎপর।'

কিরগিজস্তানের পরপর বিস্ফোরণে নিহত এক, আহত ১৫

বিশকেক, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : ক্যাফেতে পরপর বিস্ফোরণে নিহত এক। পাশাপাশি গুরুতর জখম ১৫। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকের একটি ক্যাফেতে। প্রাথমিক তদন্তের পর দমকলের অনুমান রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে। রাজধানীর প্রাণ কেন্দ্রে এই বিস্ফোরণ হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলের দুইটি ব্রিগেড উদ্ধার কাজ চালিয়েছে।

বিস্ফোরণের পর গোটা ক্যাফেটিতে আগুন লেগে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি প্রথম বিস্ফোরণটির পরপর আরও দুইটি বিস্ফোরণ হয়। গোটা ক্যাফেটি আগুনে ঝলসে যায়। উৎসাহী স্থানীয়দের ক্যাফের আসেপাশে যাওয়া থেকে রোধ করার জন্য পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

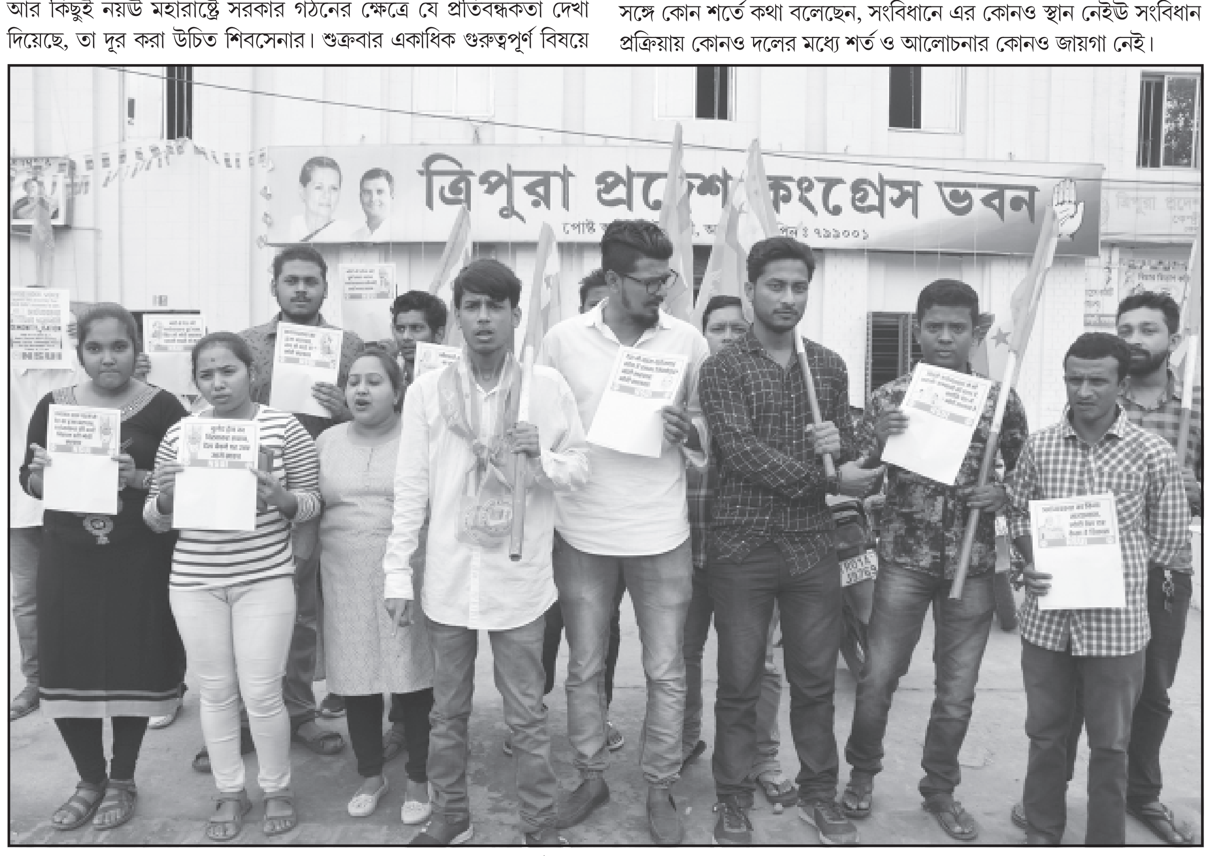

শুক্রবার আগরতলায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এনএসইউআই। ছবি- নিজস্ব।

খাঁচাবন্দি হল চা বাগানে দাপিয়ে বেড়ানো লেপার্ড

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর (হি.স): খাঁচাবন্দি হল চা বাগানে দাপিয়ে বেড়ানো লেপার্ড । মালবাজার মহকুমার ডামডিম চা বাগানের ২৩ নম্বর সেকসনে শুক্রবার ভোরে খাঁচা বন্দি হয় এই স্ত্রী লেপার্ডটি। খাঁচার মধ্যে দাপাদাপির কারনে লেপার্ডটি মাথায় এবং মুখে আঘাত রয়েছে। সেই কারনে বর্তমানে লেপার্ডটিকে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়ির এনআইসিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানান মাল বন দফতরের রেঞ্জার বিভুতি ভূষণ দাস।

বহুদিন ধরেই ডামডিম চা বাগানে লেপার্ড-এর উপদ্রব ছিল। মাঝে মধ্যেই চা বাগানের শ্রমিক বস্তি থেকে রাতের অন্ধকারে লেপার্ড তুলে নিয়ে যেত, ছাগল, শুয়র। পাশাপাশি বাগানে কাজ করতে গিয়েও বেশ কিছু শ্রমিক লেপার্ড-এর আক্রমনে আহত হয়েছে। সেই কারনে লেপার্ড এর আতঙ্ক রয়েছে এই চা বাগান এলাকায়।

সেই কারনে চা বাগান কর্তৃপক্ষ বন দফতরকে বলে বাগানে খাঁচা পাতেন। বৃহস্পতিবার বাগানের অন্য সেকশন থেকে সরিয়ে ২৩ নম্বর সেকশনে ছাগল এর টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দফতর। আর শুক্রবার সকালে শ্রমিকেরা কাজে যাবার সময় লেপার্ডটিকে খাঁচা বন্দি অবস্থায় দেখতে পেয়ে মালবাজার বন দফতরকে খবর দেয়। তড়িঘড়ি বন কর্মিরা এসে খাঁচা বন্দি লেপার্ডটিকে গরুমারায় নিয়ে যান।

বন দফতরের কর্মী নিতাই দাস বলেন, এই চা বাগানে আরও লেপার্ড রয়েছে। বিগত দিনে আমরা পেট্রোলিং করতে এসে দেখেছি এই বাগানে লেপার্ড। এর আগে এই বাগানে লেপার্ড শাবকও দেখা গেছে। আবার এই বাগানে খাঁচা পাতা হবে। পাশাপাশি এই লেপার্ডটির চিকিৎসা হবে লাটাগুড়ির এনআইসিতে। শারীরিক অবস্থা ঠিক থাকলে বন দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ মতো গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে লেপার্ডটিকে।

পাঠ্যক্রমের মধ্যে থেকেই নতুন কিছু দিতে হবে, শিক্ষকদের পুরস্কৃত করে বললেন হর্ষবর্ধন

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : বিজ্ঞানী হোন বা দেশের রাষ্ট্রপতি, শিক্ষকের কাছেই প্রত্যেকে শেখেন। তিনি যত বড়ই হোন না কেন, প্রারম্ভিক শ্রেণির শিক্ষককে দেখলেও চরণ স্পর্শ করেন। তাই শিক্ষকদের আলাদা ভাবে কিছু বলতে তিনি আসেননি। কলকাতায় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এসে এ কথা বললেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যালের শেষ দিনে তিনি যোগ দেন বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সম্মেলনে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষকরা যোগ দিয়েছিলেন এই আলোচনাসভায়। এলকেজি থেকে পিএইচডি — ৪০০ জন শিক্ষক যখন শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন সেখানে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন নানা সময়ে দিল্লির ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটেরির কথা পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু সেটা দেখার সৌভাগ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হওয়ার পরে। তারপরে অনেক ল্যাবরেটরি দেখি। এসব দেখে মনে হত, যদি ছোট বয়সে এসব দেখানো যায় ছাত্রছাত্রীদের, তাহলে তারা বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারে প্রথম থেকেই উৎসাহী হবে। তাই এই মেলায় শিক্ষক ও আরও বেশি করে ছাত্রছাত্রীদের সামিল করেছি। নামী গবেষণাগারগুলো তারা দেখার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে তাদের কেউ কেউ এখন থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার কথা ভাববে। মা-বাবারা তো প্রথম থেকেই দুটি পেশার কথা বলেন, হয় ইঞ্জিনিয়ার না হয় ডাক্তার।"

তিনি বলেন, "অ্যাটমিক ক্লক দেখে আমি অবাক হয়ে যাই ! লক্ষ বছরে হয়তো এক সেকেন্ড সময়ের হেরফের হলেও হতে পারে। সংসদের ঘড়িও তাই। আমি ভাবলাম এসব দেখা দরকার ছাত্রাবস্থাতেই।"

বিজ্ঞানমেলায় সক্রিয় ভাবে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন বলেন, "স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সেমিনারে আমি নিজে যোগ দিয়েছি। সেখানে দেখেছি কয়েকজন বলছেন, অন্যরা নিজের কাজ সারছেন, কেউ শহর ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন। আমার দেখে ভাল লাগল যে আপনারা এখানে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছেন।"

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পণের

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ও পরবর্তীতে মাকুন্দা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষ করে দেখা যায় শান্তনার গর্বস্থ সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেছে। শান্তনার অভিযোগ তাকে মারধর করার ফলেই গর্বস্থ সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেছে। দীপাবলির আগের দিন স্বামী বিক্রমজিৎ আচমকা শান্তনার উপর চড়াও হয়। তখনই গৃহবধূ শান্তনা আত্মরক্ষার্থে দৌড়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

সেখান থেকে চুলের মুটি ধরে তাকে টেনে হেছড়ে বাড়িতে নিয়ে এসে মারধর করে বলেও অভিযোগ এমনকি পাশের বাড়ির লোকজনরা গৃহবধূকে আশ্রয় দেওয়ায় তাদেরকেও দেখে নেবার হুমকি দেয় বিক্রমজিৎ। এ সংক্রান্ত ফোন রেকর্ডিং রয়েছে পরিবারটির কাছে। পাশের বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে খবর পেয়ে শান্তনার বাপের বাড়ির লোকজনরা ছুটে আসেন শান্তনার শ্বশুর বাড়িতে। সেখান থেকে তাকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যান তারা। বর্তমানে গৃহবধূটি চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সহচালক

● প্রথম পাতার পর

এবং দমকল বাহিনীকে।

আহতদের প্রথমে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও চালক বাবলু উজার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় ।এদিকে সহ চালক বাপি উজার সাথে কথা বললে জানা যায় অপর দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে পাস দিতে গিয়ে নিজেরাই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চালক এবং সহ চালক দুই ভাই বলে জানায় সহ চালক বাপি উজা ।তবে এই ঘটনায় আশপাশ এলাকায় কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে ।এ ধরনের ভয়াবহ জান দুর্ঘটনা এই এলাকায় আর কখনো ঘটেনি ।সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত লরি চালক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

'লক্ষ্য' প্রকল্পে

● প্রথম পাতার পর

আয় ১০ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারবেনা। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে বলে শ্রীনাথ জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার চাইছে রাজ্যের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আই এ এস, আই পি এস, আই এফ এস, আই আর এস স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও বেশী বেশী করে অংশ নিক। এজন্যই এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই বছর রাজ্য থেকে ৫ জন পরীক্ষার্থী ইউ পি এস সি'র এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পারিবারিক বাৎসরিক আয় দশ লক্ষ টাকার মধ্যে রয়েছে অভিজিৎ মজুমদারের। যে জন্য সে এই প্রকল্পের সুযোগ পেল। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ দুইবার এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারবে। সাংবাদিকদের সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে অভিজিৎ মজুমদার রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের করবে বলে তিনি জানান। অভিজিৎ মজুমারের সাথে ত্রিপুরার অন্যান্য চার জন প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ প্রার্থী হলেন, পান্ডব চাকমা, দেবস্মিতা বল, কেনেথ চাকমা ও সুমিত পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদও উপস্থিত ছিলেন।

নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

১৩ নভেম্বর পরবর্তী দিন ধার্য হয়।

কিন্তু, কেন্দ্রীয় ন্যায় এবং বিচার মন্ত্রক বিচারপতি কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আজ কেন্দ্রীয় ন্যায় এবং বিচার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব রাজেন্দর কাশ্যপ আজ বিচারপতি অকিল কুরেশির ত্রিপুরা হাইকোর্টে মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, খুব শীগ্রই বিচারপতি কুরেশি ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিদায়ী মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল রাজ্য ত্যাগ করেছেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। শীগ্রই তিনি পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

জেলের ভিতর

● প্রথম পাতার পর

সময়ে অতনুর পরিবারের সদস্যরা জেলে অতনুর সঙ্গে দেখা করে খাওয়ার অনুরোধ করলে অতনু খাওয়া শুরু করেছিল।

এরপর আজ সকালে হঠাৎ অতনু ফেনাইল খেয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে আর জি এম হাসপাতালে নিয়ে আসলে অতনুর অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেখানে থেকে তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে হয়। অতনু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে সে পুলিশী হেফাজতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনরা হাসপাতালে ছুটে যান। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কিভাবে সে পুলিশী হেফাজতে ফিনাইল খেয়ে ফেলল। পুলিশী নজরদারি থাকা সত্বেও এই ধরনের ঘটনায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ঘিরেও যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ

● প্রথম পাতার পর

কাছেই একটি ক্ষেতের মধ্যে দিবাকরকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। সাথে সাথে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই দিবাকরের মৃত্যু হয়। পরে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ নিকট আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে কেন সে আত্মহত্যা করতে গেল এই ব্যাপারে পরিবারের লোকজন কোন কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না। দিবাকরের মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শিক্ষকের

● প্রথম পাতার পর

জানতে পেয়ে তাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান খোয়াই জেলা হাসপাতালে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. দেবাশীষ সাহা তার শারীরিক পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। এইদিকে বৃহস্পতিবার রাতেই অসুস্থ ছাত্রের পরিবারের তরফ থেকে খোয়াই থানায় ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে সংস্কৃতির শহর খোয়াইয়ে।

'বিলোনীয়া টুগেদারনেস' এর আত্মপ্রকাশ আজ

আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। 'বিলোনীয়া টুগেদারনেস' নামে একটি সংস্থার আত্মপ্রকাশ হচ্ছে। মূলত আগরতলায় বসবাসকারী বিলোনীয়া অভিবাসীদের সামাজিক সংস্থান। 'বিলোনীয়া টুগেদারনেস' এর আত্মপ্রকাশ ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান 'শেকড়ের টানে' আগামীকাল সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলায় রবীন্দ্রভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিলোনীয়ার প্রথিতযশা শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের আইন ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ উদ্বোধক হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি আহ্বান করা হয়েছে বিলোনীয়া টুগেদারনেস এর পক্ষ থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বেশিরভাগ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই যোজনাগুলির সুফল যাতে রাজ্যের মানুষ নিতে পারেন তার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, আয়ুমান ভারত যোজনায় সারা রাজ্যে ই-কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। অনেকেই এই যোজনার সুফল পেয়ে উপক'ত হচ্ছেন। আয়ুমান ভারত যোজনায় একজন সুবিধাভোগী চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পেতে পারেন। এই যোজনার মাধ্যমে ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, যা জনসংখ্যার প্রায় ৭১ শতাংশ। আয়ুমান ভারত যোজনায় যারা অন্তর্ভর্ক্ত হওয়ার সুযোগ পাননি তাদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা সরকার আয়ুমান ত্রিপুরা নামে নতুন এক প্রকল্প নিয়েছে। এই প্রকল্পে আরও ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার সুবিধাভোগীকে ই-কার্ড দেওয়া হবে। আয়ুমান ভারত ও আয়ুমান ত্রিপুরা এই দুই যোজনা মিলে চিকিৎসার জন্য রাজ্যের ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ উপক'ত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিরাট সংখ্যক জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে পারার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ১৩০ কোটি মানুষের দেশে আয়ুমান ভারতের মতো প্রকল্প চালু করে প্রতি ব্যক্তিকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান কল্পনাতীত ছিলো। আর ত্রিপুরার মতো রাজ্যে 'আয়ুমান ভারত ও আয়ুমান ত্রিপুরা' মিলিয়ে মোট ৭৫ ভাগেরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় নিয়ে আসায় রাজ্যের স্বাস্থ্যচিত্র আরও উন্নত হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মহিলার উপর নির্যাতনের হার প্রায় ৮ শতাংশের বেশি কমেছে।

২০১৬-১৭ সালে এই হার যেখানে ছিলো ৫০ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৪৭ শতাংশ, ২০১৮-১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশে, অর্থাৎ ত্রিপুরার সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের উপর নির্যাতনের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এতে সহজেই বলা যেতে পারে ত্রিপুরাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার মহিলাদের উপর কোনও অত্যাচার বরদাস্ত করবে না। রাজ্যের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ চিত্রেও উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সি ডি অনুপাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে। যার অর্থ হলো ত্রিপুরাতে শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় ত্রিপুরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চলেছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিসেস রেজিস্ট্রেশন অনুসারে বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৬৯ হাজারের মতো বেকার রয়েছে। ২০১৮ সালে যা ছিলো প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ। বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে। তেমনি হ্রাস পেয়েছে অপরাধের মাত্রা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সম্মাননিধি পরিকল্পনায় প্রথমবার রাজ্যে ২ লক্ষ ২০ হাজার ক'ষক পরিবারকে বছরে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের মাধ্যমে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে ক'ষকদের কাছ থেকে ৪৮ কোটি টাকার বেশি ধান ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা গ্রামীণ গরীব ক'ষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যা ত্রিপুরার জন্য এক নতুন ইতিহাস। বর্তমানে রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ যেখানে গড় মাথাপিছু আয় ছিলো ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮ টাকা। ২০১৮-১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৫৭ টাকায় অর্থাৎ গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ সালে তা হয়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৩২ টাকা। অর্থাৎ বছরে গড় আয় দেড় লক্ষ টাকা অতিক্রম করবে। যার অর্থ হলো মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবর্তন এসেছে ত্রিপুরায়। অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে রাজ্যে ১ হাজার কোটি টাকার উপরে ব্যয় করে রাজ্য সরকার প্রতিটি নাগরিককে জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধরনের স্বাস্থ্যমেলা আয়োজনের জন্য তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে অভিনন্দন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকারের এই ধরনের মেলার আয়োজন প্রশংসনীয় এক উদ্যোগ। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নত হচ্ছে। তাছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা ও বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। জেলাভিত্তিক এই মেলায় ২০টি স্টল খোলা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিকালী আশ্রমের মহারাজ চিত্ত দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রজত দেববর্মা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে।

গান্ধী পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসপিজি আইন অনুযায়ী, প্রাক্তন বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মা-কে 'পরিবার' হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে। সেই সংস্থান থেকেই ১৯৯১ সাল থেকে সনিয়া, রাহুল এবং প্রিয়ঙ্কা এসপিজি নিরাপত্তা পান। প্রিয়ঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢ়রা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকলে তবেই তিনি ওই নিরাপত্তা পান।

এর পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস ছাড়ার পর ১০ বছর পর্যন্ত। পাঁচ বছর পর ফের সংশোধন এনে ওই মেয়াদ অনির্দিষ্ট কাল করা হয়, হামলার আশঙ্কার প্রেক্ষিতে। কিন্তু ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার ওই মেয়াদ একেবারে কমিয়ে ১ বছর করে দেয়। হামলার আশঙ্কা কতটা প্রতি বছর তা পর্যালোচনা করে সেই নিরাপত্তার মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে ফের সংশোধনী আনা হয় ওই আইনে।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে তৈরি করা এসপিজিকে বর্তমানে দেশের সব চেয়ে খরচবহুল নিরাপত্তা বাহিনী হিসাবে গণ্য করা হয়। বছরে প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হয় ওই বাহিনীর পিছনে। গান্ধী পরিবারের তিন জনকে ধরলে এই মুহূর্তে চার জন এসপিজি নিরাপত্তা পান। চতুর্থ ব্যক্তি, যিনি এসপিজি নিরাপত্তা পান, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে গাঁধী পরিবারের এসপিজি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউই এসপিজি নিরাপত্তার তালিকায় থাকবেন না। কারণ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের এসপিজি নিরাপত্তা এ বছর অগস্টেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। এইচ ডি দেবগৌড়ার এসপিজি নিরাপত্তা অনেক আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

এসপিজি বাদ দিলে বাকি চারটি নিরাপত্তার স্তর হল জেড প্লাস, জেড, ওয়াই এবং এক্স। সাধারণ ভাবে জেড প্লাস নিরাপত্তা বলয়ের দায়িত্বে থাকেন ৩৬ থেকে ৫৫ জন উচ্চ প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষী। সেই দলে থাকেন অন্তত ১০ জন কমান্ডো। গত কয়েক বছর ধরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি)-এর একটি অংশ স্পেশাল রেঞ্জার গ্রুপের প্রায় ৬০০ কমান্ডোকে মোতায়েন করা হয়েছে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য। বাকি সদস্যরা সিআরপিএফ বা আইটিবিপি-র মতো কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর সদস্য। গোটা বাহিনীর হাতেই থাকে সর্বাধুনিক অস্ত্র এবং গ্যাজেট। ২৪ ঘণ্টা ওই বাহিনী ঘিরে থাকে ভিভিআইপিকে। এসপিজি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতোই জেড প্লাস নিরাপত্তাতেও থাকে বুলেট প্রতিরোধী গাড়ি। রাজনাথ সিংহ, অমিত শাহ, মুলায়ম সিংহ-সহ দেশের প্রায় ২০ জন ভিভিআইপি এই নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন।

এসপিজি-র সঙ্গে যুক্ত থাকা এক পুলিশ কর্তাকে বর্তমান জেড প্লাস এবং এসপিজি নিরাপত্তার পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "এসপিজি মূলত ক্লোজ প্রক্সিমিটি ফোর্স। এসপিজি-র অন্তত চার জন অফিসার ভিভিআইপি-র প্রায় গা ঘেঁষে থাকেন। তাঁদের আদব কায়দা থেকে শুরু করে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এই বাহিনীকে একটি অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, যার কৌলিন্য অনেক বেশি।" তবে সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "গত দু'বছর এনএসজি-র কমোন্ডোরা এসপিজি-র ধাঁচে প্রশিক্ষণ করছেন। তাঁদের কাজের ধারাও অনেক বদলেছে। পাশাপাশি তাঁদের কমান্ডো হিসাবে পারদর্শিতা পৃথিবীর যে কোনও প্রথম সারির বাহিনীর সমান।" তাঁর মতে কৌলিন্য বাদ দিলে এনএসজি কমান্ডো পরিচালিত নিরাপত্তার সঙ্গে এসপিজি নিরাপত্তার পার্থক্য তুল্যমূল্য। সম্প্রতি জেড প্লাস ছাড়াও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানোর কিছু পার্থক্য এনে জেড স্পেশাল বলে একটি বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর থেকে জেড স্পেশাল নিরাপত্তা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

জেড প্লাসের পরেই রয়েছে জেড। এই বিভাগে ২০-২২ জন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন, যাঁদের মধ্যে ৪-৫ জন কমান্ডো। বাকি দু'টি নিরাপত্তার স্তরে নিরাপত্তাকর্মীর পার্থক্য ছাড়া বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।

স্থগিতাদেশ

● প্রথম পাতার পর

বিচারক সুভাষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আদালত পশু বলি নিষিদ্ধে চ্যালেঞ্জ মামলা গ্রহণ করে নোটিশ জারি করেছে। তিনি নিজেই আদালতে তাঁর পক্ষে মামলার পরিচালনা করবেন।

অপেক্ষার অবসান

● প্রথম পাতার পর

অনেকে অশান্তির ভয়ে আগে থেকেই বাড়ির শিশু ও মহিলাদের সরিয়ে দিয়েছেন অন্যত্র। কেউ কেউ আবার চাল-ডাল-সব্জি বাড়িতে মজুত করে রাখছেন। তাঁরা বলছেন, সাবধানের মার নেই। ১৯৯২-এর স্মৃতি এখনও টাটকা। ২০১০-এরও। তাই কোনও ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারবেন না। পরিবার আগে। পরে আর সব কিছু।

সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে কোনও পোস্ট দেওয়া নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন অযোধ্যার জেলাশাসক। আশপাশের প্রতিটি গ্রামে ১০ জন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা নিরন্তর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। কোনও রকম উত্তেজক অবস্থা হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাবেন। সাম্প্রদায়িক দিক থেকে স্পর্শকাতর এলাকায় অনেক বেশি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ভারতীয় রেল তাদের কর্মীদের জন্য ৭ পাতার নির্দেশিকা জারি করেছে, বাতিল হয়ে গিয়েছে সব ছুটি। ৭৮টি বড় স্টেশনে বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা। রেলের ব্রিজ, টানেল, প্ল্যাটফর্মে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে, সেই রায় আসার আগে সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হল, অযোধ্যা-সহ দেশজুড়ে শান্তি বজায় রাখা। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে যাতে শান্তি বজায় থাকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সেই মর্মে সর্বত্র চিঠি পাঠিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা যেন প্রতিক্রিয়ার সময় অত্যন্ত সংযত থাকেন। এই সতর্কতা দলের নেতারা, মুখপাত্ররাও বজায় রাখবেন। বিজেপি বা সঙ্ঘ পরিবারের তরফে কোনও নেতা যাতে কোনও উত্তেজক কথা না-বলেন, তার জন্য নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই সব রাজ্যের মুখপাত্রদের নিয়ে বৈঠক সেরে ফেলেছে। সেখানে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন কোনওরকম উত্তেজক কথা না বলেন। কী রকম ভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে হবে, সেটাও তাঁদের বোঝানো হয়েছে।

আগরতলা সংযোজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে একটি পোস্ট করেন। পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা করবে। রাজ্যবাসীকে আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানান তিনি। কোনও ধরনের গুজব না ছড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তটিকে জয়- পরাজয়ের নিরিখে দেখা উচিত নয়। আমাদের ত্রিপুরা সর্বদা সামাজিক সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের একটি রাজ্য। তবু, প্রশাসন সবাইকে সুরক্ষিত এবং রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর। যারা আইন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক এই প্রসঙ্গে বলেন, সুপ্রিম কোর্টে বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা হতে চলেছে। আদালতের রায় যাই হোক আমরা প্রত্যেকেই তাকে স্বাগত জানাবো।

পরিবর্তন করছে 'বুলবুল'

আটের পাতার পর

কিমি। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৪৫ কিমি।

আজ ৮ তারিখ সন্ধের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশা উপকূলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই এলাকায় হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিমি। উপকূল এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে প্রায় ৯০ কিমি বেগে। এর প্রভাবে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। এই প্রেক্ষিতে ৮ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীজের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দিঘা সহ উপকূলের সমস্ত এলাকাগুলিতেই সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সিভিল ডিফেন্স এর লোকজন দিঘা সহ উপকূলে সতর্কতামূলক টহল দিচ্ছে। এই মহুর্তে পর্যটকদের জন্য ফিরে যাওয়ার কোন সতর্ক বার্তা নেই। আবহাওয়া এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। কোনও গুজব যাতে না ছড়ায় তারজন্য মাইকে প্রচার চলছে দিঘা, শঙ্করপুর, মন্দারমণিতে। বসিরহাট, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলবর্তী এলাকাতেও জারি হয়েছে সতর্কতা।

চট্টগ্রামে বিপদ সংকেত

পাচের পাতার পর

সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল ।ওই সময় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আটকা সহস্রাধিক পর্যটক

পাচের পাতার পর

এসেছে। এখনো সাগরে ৫ শতাধিক মাছ ধরার ট্রলার অবস্থান করছে। কোন ধরণের যান্ত্রিক অসুবিধা না হলে এসব ট্রলার শনিবার সকালের আগেই উপকূলে ফিরে আসতে পারবে ।তবে এখনও পর্যন্ত সাগরে কোন ধরণের 'অপ্রীতিকর' ঘটনার খবর পাননি বলে জেলা ফিশিং বোট সমিতির এ নেতা জানান। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬ পর্যন্ত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি সাগর স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা উত্তাল রয়েছে।

নেতিবাচক রাজনীতি ঃ কাদের

পাচের পাতার পর

আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। সাবেক আমলা ইনাম দুবছর আগে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ২০০১ সালের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি ।বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর সর্বশেষ কাউন্সিলে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাকে। নিয়মিত দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় না হলেও বিভিন্ন ফোরামে দলের হয়ে কথা বলতেন তিনি।

শুক্রবারের বৈঠক নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জাতীয় সম্মেলন সামনে রেখে করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দেশজুড়ে শাখা সংগঠনের বিভিন্ন জায়গায় মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুর্গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ।সম্মেলন সামনে রেখে নেতাকর্মীদের মধ্যে 'অসুস্থ প্রতিযোগিতা' বরদাশত করা হবে না বলে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করতে হবে। আমাদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা হবে সুস্থ। অসুস্থ প্রতিযোগিতা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। আমি এখানে নেত্রীর পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই ।ওবায়দুল কাদের বলেন,কয়েকদিন আগে আমরা প্রতিনিধি সম্মেলনে গিয়েছিলাম। তারপরও পত্রপত্রিকায় রাজশাহীর খারাপ খবরে ভরে গেল- এটি আমাদের জন্য দুঃখজনক। সম্মেলন সামনে রেখে সকল তীক্ততার অবসান ঘটবে বলে আমি আশা করি।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপু মনি, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী,ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী ও সহদপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া এসম সেখানে ছিলেন ।এর আগে আগে সমীর চন্দ্র ও উম্মে কুলসুমের নেতৃত্বে কৃষক লীগের নতুন কমিটি দলের শীর্ষ নেতাদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

ফুটবলারদের কাছের মানুষ ছিলেন দাদা
অঞ্জন মিত্রর স্মৃতিচারণায় প্রাক্তন মোহনবাগানি

ছিয়ানব্বইয়ে ইস্টবেঙ্গলে খেলার সময় অঞ্জন মিত্রকে কিছুটা দূর থেকে দেখেছি। আলাপ ছিল। তবে কাছের বা ঘরের ছেলে বলতে যা বোঝায়, সেটা হয়নি। মোহনবাগান কর্তা হয়ে তখন ময়দান কাঁপাচ্ছেন। বাংলার ফুটবলকে তুলে আনতে লড়াই করছেন। সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ না হলেও দাপটের কথা কানে আসছে। কাগজে বা অন্যের মুখে নানা কথা শুনছি।পরের বছরই ছবিটা গেল বদলে। সাতানব্বইয়ে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে এলাম মোহনবাগানে। আর তখনই দেখলাম, দূরের আর কাছের অঞ্জন মিত্রর মধ্যে কত ফারাক। আজ তিনি নেই। তবে অনেক আগেই অসুস্থতার জন্য নিজেকে ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের পল্টুদা চলে যাওয়ার পর ময়দানে শূণ্যতা তৈরি হয়েছিল। অঞ্জনদার পর সেটা আরও বাড়ল। আজকের ময়দানে আরও দু''একজন আছেন। ওঁরা চলে গেলে ময়দানে অন্ধকার হয়ে যাবে। কেন একথা বলছি? প্রশ্ন আসবে। আমি একটা কথা বলতে পারি, তিনি ছিলেন প্লেয়ার্স অফিসিয়াল। এটা ময়দানে খুব কমই দেখা যায়। নেই বললেই চলে। আমি মোহনবাগানে অনেকদিন খেলেছি। এই ক্লাব থেকে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে তুলেছি। এসব তিনি না থাকলে হত না। এটা বলতে আমার লজ্জা নেই।সাতানব্বইয়ে মোহনবাগানে এসে অমল দত্তকে কোচ হিসেবে পেলাম। নতুন স্ট্র্যাটেজিতে দলকে খেলানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আমরা মাঠেও নেমে পড়লাম। এই সময় জাতীয় দল থেকে ডাক এল। আমি নিশ্চিত অমলদাকে গিয়ে বললে তিনি আমাকে ছাড়বেন না। আবার জাতীয় দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েও যদি না যাই, তা হলে অনেকে অনেক কথা বলবেন। মনের ইচ্ছেকে আড়াল করে অঞ্জনদাকে গিয়ে জানালাম। তিনি সব শুনে বললেন, ''তৈরি হয়ে যাও। আমি তোমাদের কোচের সঙ্গে কথা বলব। তুমি ক্যাম্পে যাবে।'' আমি জাতীয় দলের ক্যাম্পে গেলাম। খেললামও। এটা সম্ভব হয়েছিল ওই অঞ্জনদার জন্য। তিনি আমার মনের কথা পড়ে নিতে পেরেছিলেন। তাই মানসিক দিক থেকে যেন ভেঙে না পড়ি, তাই সাহস দিয়ে গেলেন।আজ অনেক ঘটনা মনে পড়ছে। সব লিখতে গেলে দিন ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আর একটা গল্প বলি। বোঝা যাবে, তিনি কেমন প্লেয়ার্স কর্তা ছিলেন। মোহনবাগানে আসার পর যে ছবি সবাই দেখেছে সেটা হল, তিনি কখনও দলের থেকে সরে দাঁড়াতেন না। সাফল্যের দিনে যেমন কাছে পেয়েছি, ব্যর্থতার দিনেও তেমন। সে ময়দানে হোক বা ভিন রাজ্যে। সব জায়গায় অঞ্জনদা। সঙ্গে দেবাশিস দত্ত। আমরা ফুটবলাররা সব কথা ওঁদের বলতাম। অঞ্জনদাকে না পেলে দেবাশিস দত্তকে বলতাম। ও সবসময় আমাদের পাশে থাকত। কার কী সমস্যা হচ্ছে, সেটা একবার ওদের কানে পৌঁছে দিতে পারলে আর চিন্তা নেই। সমস্যার সমধান হয়ে যাবে। সেটা শুধু ফুটবল নয়, ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে সমস্যা থাকলে ওরা তুড়ি মেরে করে দিত।খেলা ছাড়ার পর অঞ্জনদার কাছ থেকে দারুণ সার্টিফিকেট পাই। মাঠে একদিন দেখা হতে বলেছিলাম, আপনি এখন আর দলের সঙ্গে ট্রাভেল করেন না কেন? আমাদের সঙ্গে তো সবসময় থাকতেন। আপনি পাশে থাকলে ফুটবলাররা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আমার কথা শুনে অঞ্জনদা বলেছিল, ''তোদের মতো টিম এখন আর নেই। তাই যেতেও ভাল লাগে না।'' মোহনবাগান সচিব শুধু নয়, অঞ্জনদার মতো মানুষের কাছ থেকে এমন সার্টিফিকেট পাওয়া কঠিন। আমার গর্ব, ফুটবলার জীবনে আমি তাঁকে পাশে পেয়েছি।

পুরুষদের হকি বিশ্বকাপ এবার ভারতে

ফের বিশ্বকাপ ভারতে। তবে ক্রিকেট বা ফুটবল নয়। ২০২৩-এ পুরুষদের হকি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত। ওই বছরেই ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হকি বিশ্বকাপের আয়োজন করবে ভারত। শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের লুসানে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার বার্ষিক মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ২০২২ সালে মহিলাদের হকি বিশ্বকাপের আয়োজন করবে স্পেন ও নেদ্যারল্যান্ড যুগ্মভাবে। জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত এই বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে চলেছে।হকির জাদুকর ধান চাঁদের সম্বন্ধে কয়েক''টি তথখুব শীঘ্রই এই বিশ্বকাপের ভেন্যুর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার সিইও থিয়েরি ওয়েইল জানিয়েছেন, ''এই বিশ্বকাপের আয়োজন করার জন্য বহু দেশ আগ্রহী ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিনইব ছিল আমাদের জন। যেহেতু আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য সর্বত্র খেলা ছড়িয়ে দেওয়া, যার জন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ, সেকথা খেয়াল রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।''মাসে কত বেতন পাবেন ভারতের নতুন হকি কোচ? দেখে নিন তাঁর বায়োডেটাবৈঠককে দুই ইভেন্টের জন্যই যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কার্যকরী কমিটি। আয়োজক দেশ সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পাবে। পাশাপাশি, পাঁচটি মহাদেশের চ্যাম্পিয়ন দলও সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। বাকি দলগুলির মধ্যে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে প্লে অফ পর্বের মাধ্যমে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৮ সালে প্রথমবার হকি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বেলজিয়াম। ভারতের ওড়িশাতেই বসেছিল সেই বিশ্বকাপের আসর।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মার্শাল আর্টস ফেস্টিভেল

নজরবন্দি ব্যুরো: কলকাতার অনুশীলন কেন্দ্র নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস স্টেডিয়ামে নভেম্বরের ৯ এবং ১০ তারিখে আয়োজিত হতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মার্শাল আর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ফেস্টিভেল। এই ফেস্টিভেলের আয়োজক জীভানস্যাঙ এনজিও এবং নীনজা স্পোর্টস ফেডারেশন। কুংফু, নীনজা স্পোর্টস, ক্যারাটে, কিক বক্সিং, তাইকোন্ড, উসু এই চার ধরণের মার্শাল আর্টস ক্রীড়া এই ক্রীড়া ফেস্টিভেলে অংশ নিতে চলেছে। সারা ভারত থেকেই বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়েরা এই চ্যাম্পিয়নশিপ ফেস্টিভেলে অংশ নিতে চলেছে। কলকাতায় এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপ ফেস্টিভেল প্রথমবারের জন্য আয়োজিত হতে চলেছে। ভারত থেকে ২০১৭ সালে ব্যাঙ্ককে সপ্তম তিরক আন্তজার্তিক তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শিল্পী দাস, তাইকোন্ড স্টাইলে। রেড ১ বেল্ট পড়ে শিল্পী ওই প্রতিযোগিতায় পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ। ২০১৯ সালে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল সাউথ এশিয়ান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। ফাইট এবং কাতা দুই বিভাগে শিল্পী দাসের ঝুলিতে উঠেছিল সোনার পদক। এখন শিল্পী দাস কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই চ্যাম্পিয়নশিপ ফেস্টিভেল ঝাড়খন্ডের মহিলা বিভাগের কোচ হিসেবে শহরে এসেছেন।ঝাড়খন্ডের থেকে ৩১ জনের টিম এসেছে। পুরুষ বিভাগের কোচ সুনীল কুমার প্রসাদ জানিয়েছেন, ২০ বছর ধরে তিনি মার্শাল আর্টস খেলার সঙ্গে জড়িত। জাতীয় গেমসে সুনীল কুমার প্রসাদ ২০১৪ সালে ব্রোঞ্জ, ২০১৬ সালে সোনার পদক পেয়েছিলেন। শিল্পী দাসের মেয়ে ক্ষুদে সৃজিতা দাশ ইউকেজি স্তরে ছাত্রী থাকাকালীন ২০১৭ সালে ব্যাঙ্কক ৭ তিরক ইন্টারন্যাশনাল তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইট বিভাগে সোনার পদক ছিনিয়ে নেয়।

The Executive Engineer, L.T Valley Division, PWD(R&B) Manu, Dhalai, Tripura invites e-tender against PNIT No. **06/ EE/LTV/PWD/M/2019-20** Dated. **29/10/2019.**
For Replacement of existing bridge by RCC bridge over
(i)Localcherra on the road from A.A. road to Mashlimukh via Mundapara at Ch.5.00 Km (Length- 15.00 Mtr.), Job no.TP/ COM /57/2012-13,
(ii)Jarulcherra on the raoad from Manu Fire Service Station to Bichitradas Para at Ch. 0.25 Km (Length- 30.0 Mtr.), Job No. TP/COM/58/2012-13,
(iii)Malidharcherra in the road from Kacharicherra TSR Camp toKacharicherra Re-grouping centre on the road at Ch. 0.21 Km (Length- 60.00 Km) Job No.TP/COM/59/2012-13 sanction for implementation under NABARD **(RIDF-XVIII)"/Balance work.".**
DNIe-T No.14/ACE(P&DU)/PWD(R&B)/2019-20.
With ***Estimated cost:*** **1, 66,55,624.00**
Earnest Money: 1, 66,556.00
Time of Completion - 18(Eighteen) months.
Last Date of bidding for bids — 28/11/2019 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in.**
ICA/C-1569/2019
আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরা - নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

এবার থেকে শুরুর আগে বাজাতে হবে জাতীয় সঙ্গীত, এমটাই দাবি রাখা হল দাদার কাছে

আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অন্যতম কর্ণধার নেস ওয়াদিয়া। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের একজন কোটিপতি বিজনেসম্যান এছাড়াও এনার আরও পরিচয় ইনি বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার এক্স বয়ফ্রেন্ড। এবার এই নেস ওয়াদিয়া সরাসরি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী কে চিঠি লিখে দাবি রাখলেন যাতে এবার থেকে আইপিএলের প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরুর আগে যেন ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়।সাধারণত সমস্ত আন্তর্জাতিক ম্যাচে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সংগীত বাজানোর নিয়ম রয়েছে বিশ্বজুড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লিগে খেলা শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট লিগ আইপিএলে এমনটা হয় না। আর তাই এবার পাঞ্জাবের কর্ণধার নেস ওয়াদিয়া দাবি রাখলেন যাতে আইপিএলের প্রতিটি ম্যাচ শুরুর আগে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এতে ভারতের ক্রিকেটাররা আরও বেশি করে উজ্জীবিত হবে বলেই তিনি মনে করেন। এছাড়াও বিসিসিআই এর তরফ থেকে আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে যে ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান হত সেটা এবার থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে তিনি সাধুবাদ জানালেন।এইদিন নেস ওয়াদিয়া বলেন যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া বিসিসিআই এর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তবে বিসিসিআই কে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা হল এবার থেকে আইপিএলে প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরু করার আগে যাতে নিয়ম করে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা থিয়েটারে মুভি শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজান হয়। এছাড়া ভারতবর্ষে অন্যতম ফুটবল লিগ আইএসএল এবং প্রো-কাবাডি লিগেও জাতীয় সংগীত বাজানোর নিয়ম রয়েছে। তাহলে আইপিএলের মত এত বড় একটা লিগ কেন এই নিয়মের বাইরে যাবে। তিনি বলেন যে এর আগে বিসিসিআই কে চিঠি দিয়ে আমি এই ব্যাপারে জানিয়েছিলাম, আর এবার আমি সরাসরি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলিকে আইপিএলে প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরুর আগে নিয়ম করে জাতীয় সংগীত বাজানোর আবেদন করলাম।

মোসাদ্দেকের ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকানোর চেষ্টা করেছিলাম ফাঁস করলেন রোহিত নিজেই

গতকাল ভারত বনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশ বোলিং লাইনআপকে একাই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তারপর তিনি মুখোমুখি হন চাহাল টিভিতে। চাহাল টিভিতে মুখোমুখি হয়ে রোহিত শর্মা ফাঁস করেন তার মনের কথা। এইদিন বাংলাদেশী স্পিনার মোসাদ্দেকের বলে পরপর তিনটি ছক্কা মারেন রোহিত শর্মা। এননকি চতুর্থ বলেও ছক্কা মারতে গিয়েছিলেন তিনি।এইদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয়ের পর চাহাল টিভিতে এসে রোহিত শর্মা বলেন যে, মোসাদ্দেক অফ স্পিন বোলার তাই আমি জানতাম তার বল বেশি ঘুরবে না। তাই তার প্রথম তিনটি বলে ছয় মারার পর আমি চেষ্টা করেছিলাম সেই ওভারে ছ''টি ছক্কা হাঁকাতে। আমি তার ওভারে ছক্কা মারার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু চতুর্থ বল মিস করার পর পঞ্চম বলে আমি সিঙ্গল নিই।বিশ্ব ক্রিকেটে এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারার নজির খুব কম ক্রিকেটাররেরই রয়েছে। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারেন যুবরাজ সিং। এছাড়াও ওয়ানডে ক্রিকেটে হার্সেল গিবস ছ''টি বলে ছয়টি ছক্কা মারেন। তবে এইদিন রোহিত শর্মা এক ওভারে ছয়''টি ছক্কা না মারলেও তার ৪৩ বলে ৮৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসটি সাজানো ছিল ছয়টি ছক্কা এবং ছয়টি চার দিয়ে।আমি তার ওভারে ছক্কা মারার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু চতুর্থ বল মিস করার পর পঞ্চম বলে আমি সিঙ্গল নিই।বিশ্ব ক্রিকেটে এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারার নজির খুব কম ক্রিকেটাররেরই রয়েছে। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারেন যুবরাজ সিং। এছাড়াও ওয়ানডে ক্রিকেটে হার্সেল গিবস ছ''টি বলে ছয়টি ছক্কা মারেন। তবে এইদিন রোহিত শর্মা এক ওভারে ছয়''টি ছক্কা না মারলেও তার ৪৩ বলে ৮৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসটি সাজানো ছিল ছয়টি ছক্কা এবং ছয়টি চার দিয়ে।এইদিন ওপেন করতে নেমে শুরু থেকেই মারকুটে মেজাজে পাওয়া যায় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা কে। তবে ক্রিকেট ভক্তরা যে আসা করেছিল রোহিতের শততম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রোহিতের ব্যাটে সেঞ্চুরি দেখা যাবে সেটা সম্ভব হল না। ৮৫ রান করে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজের উইকেট হারিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হল তাকে। তবে রোহিতের এই ইনিংস টি সেঞ্চুরির থেকে কোন অংশে কম নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ রোহিতের এই দুর্দান্ত ইনিংসের জন্যই ভারত এই ম্যাচটি ৮ উইকেটে জিতে নিয়েছে।

রাহিত যা করতে পারেন অনেক সময় তা কোহলিও পারেন না, বললেন সহবাগ

নয়াদিল্লি: রাজকোটে রোহিত শর্মার চোখধাঁধানো ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচে আট উইকেটে বিধ্বস্ত করে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছে ভারত। সিরিজের প্রথম টি ২০ ম্যাচে রোহিতের ব্যাটে রান আসেনি। ওই ম্যাচ ভারত হেরে গিয়েছিল। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা দ্বিতীয় ম্যাচে যেন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিলেন ভারতের হিট-ম্যান। খেললেন ৪৩ বলে ৮৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। জয়ের জন্য ১৫৪ রানের লক্ষ্যে চার ওভারের বেশি বাকি থাকতেই পৌঁছে গেল ভারত। রোহিতের ইনিংস ছয়টি বাউন্ডারির সঙ্গে সমসংখ্যক ওভার বাউন্ডারিও। রোহিতের এই দুরন্ত ইনিংসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সহবাগ। তিনি বলেছেন, রোহিত শর্মা যা করতে পারেন, তা কিছু কিছু সময়ে বিরাট কোহলিও পারেন না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সহবাগ বলেছেন, ''যখন সচিন খেলতেন, তখন তিনি বলতেন, আমি যা করি, তোমরাও পারবে। কিন্তু তিনি বুঝতেন না যে, তিনি যা করতে পারেন, তা অন্যরা পারে না। রোহিত শর্মা এমনই খেলোয়াড়। রোহিত শর্মা যা করতে পারেন, তা এমনকি বিরাট কোহলিও হয়ত করতে পারেন না। একটা ওভারে ৩-৪ টা ছয় মারা, ৪৫ বলে ৮০-৯০ রান...কোহলিকে এমনটা করতে খুব বেশি দেখিনি''।

EDUCATIONAL NOTIFICATION
The interested eligible candidates of all open & sponsored categories of Tripura domiciled who have scored 211 or above marks in the NEET PG qualifying examination of 2019 are hereby requested to attend the counseling to be held on 12-11-2019 at 12.00 noon at the office of the Medical Superintendent, 1GM Hospital, Agartala, for on spot selection & awarding nomination against the following vacant seats in PG Diploma courses under CPS Mumbai of IGM Hospital Agartala for the academic session 2019.

Sl No.	Name of Course	Open	Sponsored	SC	ST	UR
01	DCH	01	00	00	01	00
02	DGO	01	00	00	00	01
03	DPB	01	01	00	00	02

Candidates are also requested to bring all testimonials in original with 02 (two) sets of Xerox copy along with 04 (four) nos. of Pass post size Photo. Candidates who are allotted seats in the first counseling need not appear.
This is issued as per approval of the competent authority vide No U. No-3467/Secy(H RV) dated 23-10-2019
ICA/D-1213/2019-20 **Medical Superintendent IGM Hospital, Agartala**
দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।

NO.F.77(9)-ICA/15/P-VI/CUL
Dated, Agartala, the 7th November ,2019.
NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST
Society for Management of Cultural Complex Under ICA Department, Gandhighat, Agartala intends to take up Annual Comprehensive Maintenance of Diesel Generator of Rabindra Satabarshiki Bhawan Agartala. Interested reputed Firms having experience on Diesel Generator System may submit their proposal in plain paper in 2 bid system in sealed envelope, separately. In one packet VAT/I.T Registration, PAN CARD, experience proof with full profile. In other packet shall be contained with specification of the items and rate including VAT/I.T etc.
The technical bid with profile and specification of Diesel Generator System, shall be opened and examined first before opening of the financial bid. Thereafter financial hid will he opened for finalization of Expression of Interest.
Last date of submission of Expression of Interest addressed to the Director, Information & Cultural Affairs, Government of Tripura, Gandhighat, Agartala is **22h November,2019 upto 4.00 P.M.** Further details may be have from the Cultural Section of this Directorate on any working day **from 10-30 A.M. to 4 P.M** and Web side of the Department www.tripuraica.in.
The undersigned reserves the right to accept or reject any Expression of Interest without assigning any reason to the bidder thereof. Incomplete application shall be treated as cancelled.
Member-Secretary Director (ICA) Society for Management of Cultural Complex under ICA Department
ICA/C-1571/2019
নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

No. IV-4(12)/DWO/UNEHICLE/2019-20/4188 Dated -07/11,2019.
NOTICE INVITING TENDER
The District Welfare Officer. Unakoti District. Kailashahar invites tender **from the appropriate registered** owner of the MARUTI VAN of model not older then 2015 having Commercial Permit. The rate should submit by 25/11/2019 **up to 3:00 PM .**
Rate should be written in WORDS & FIGURE.

Sl No.	Name of work	Period of contract	Last date and time for dropping of tender	Time and date of opening of tender	Place of dropping of tender documents
1.	Hiring of Privet Vehicle (Maruti Van) with manufacturing year not before 2015, in good working condition by fuel (Petrol) along with driver for use & having Commercial Permit in the office of the District Welfare Officer. Unakoti district, Kailashahar.	1(One) year	Upto 3.00 PM of 25/11/2019	At 3.30 PM of 25/11/ 2019	District Welfare Officer, Unakoti District, Kailashahar

The detailed terms and conditions of the tender along with the Format in Annexure —A for quoting rates may be seen at the Notice Board of the Office of the District Welfare Officer, Unakoti, Kailashahar.
ICA/C-1564/2019 **District Welfare Officer Unakoti District : Kailashahar**
নেশার বিরুদ্ধে উঠেছে আওয়াজ-নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বো আজ।

P.W Division No-IV.
PNIeT-04/E.E/Div.-IV/AMC/2019-20 Dated : 07/11/2019
Online single bid precentage rate e-tender are invited for the following works :

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Const of C.C road of Debendra road (10/09) at Dhaleswar Under ward No-25,AMC, (3rd Call) **DRAFT NIe-T No : 02/DIV-IV/AMC/ 2019-20**	Rs. 3,53,957/	Rs. 3,540/	30(thirty) days	22/11/2019 15.00 Hours	22/11/2019 16.00 Hours (If possible)	http://tripura tenders.gov.in	Enlisted Contractor
2	Const. of Drain with mtc of RC slab from motor sand to math chowmuhani Bazar Northern side to main road under AMC (3rd Call) **DRAFT NIe-T No : 02/DIV-IV/AMC/ 2019-20**	Rs. 1,59,223/	Rs. 1,592/	30(thirty) days	22/11/2019 15.00 Hours	22/11/2019 16.00 Hours (If possible)	http://tripura tenders.gov.in	Enlisted Contractor
3	Replacement of new RCC slabs in place of old/Damaged Slabs at west side gali road of Prachyabharati School under ward No. 23/AMC/(3rd Call) **DRAFT NIe-T No : 04/DIV-IV/AMC/ 2019-20**	Rs. 1,36,222/	Rs. 1,362/	30(thirty) days	22/11/2019 15.00 Hours	22/11/2019 16.00 Hours (If possible)	http://tripura tenders.gov.in	Enlisted Contractor

Other necessary details information can be seen in the division office of the Executive Engineer, P.W. Div-Iv, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB : This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https:/ /tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.g
Executive Engineer
P.W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

Dear Customers
Subject : Relocation of the Jogendranagar Branch
We are pleased to inform you that we are relocating to a more spacious and convenient location, as mentioned below. We shall be operating from the said premises, effective from 25/11/2019
HOLDING NO - 187/ 869A
HOUSE NO - 2110964
WARD NO- 21, MOTOR STAND
AGARTALA, TRIPURA- 799001
There would be no change in your account numbers or the security items issued to you.
Assuring you of the best services at all times
Yours truly,
Arnab Naha
Branch Manager
Jogendranagar Branch

প্রফেশনাল ট্যাক্স ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। রাজ্যে 'প্রফেশনাল ট্যাক্স ' ওয়েব পোর্টালের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। পেশাগত কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সরলীকরণের উদ্দেশ্যেই এই ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করা হয়। আজ সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে এই ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধনের সময় উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, কমিশনার অব ট্যাক্সেস নাগেশ কুমার সহ অর্থ দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বলেন, পেশাগত কর প্রদানকারীরা যাতে অনলাইনের মাধ্যমে সহজেই কর প্রদান করতে পারেন তার জন্যই এই ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আমরা চাই ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য কর প্রদানকারীরা যাতে কর প্রদান করতে গিয়ে ট্যাক্স অফিসে সময় ব্যয় না করে অনলাইনের মাধ্যমে কর প্রদান করেন। কারণ বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য হলো সরকারী বিভিন্নে পরিষেবাকে সহজ ও সরলীকরণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আদায়ীকৃত করের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে থাকে। তাই মানুষ যাতে সুবিধা মতো সহজেই কর প্রদান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই অর্থ দপ্তর এই ওয়েব পোর্টাল চালু করেছে। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে কর প্রদানে আরও স্বচ্ছতা আসবে বলে উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কমিশনার অব ট্যাসৈ নাগেশ কুমার বলেন, পেশাগত কর একটি প্রত্যক্ষ কর যা সকল প্রকার পেশা, বাণিজ্য এবং চাকুরীজীবীদের জন্য ধার্য করা থাকে। বর্তমানে ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী সহ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বছরে ১৮০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত পেশা কর ধার্য রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে পেশাগত কর আদায় হয় মোট ৪৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পেশা কর আদায় হয়েছে ২০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে পেশা কর আদায় ব্যবস্থাটি ম্যানুয়ালী হয়ে থাকে। আজ পেশা কর প্রদানে অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে কর প্রদান সহজ ও দ্রত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বারবার গতিপথ পরিবর্তন করছে 'বুলবুল'

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ 'বুলবুল' প্রবল আকার ধারণ করেছে। একাধিকবার নিজের গতিপথ পরিবর্তন করছে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'। গতিপথ পরিবর্তন করে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে এই ঘূর্ণিঝড়। রবিবার দুপুরের আগেই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ থেকে বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মাঝে স্থলভাগের প্রবেশ করবে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। শুক্রবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানায়, আজই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় থেকে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বুলবুল। রবিবার দুপুরের আগেই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। গতিপথ পরিবর্তন করে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে সেটি। বৃহস্পতিবার এই ঘূর্ণিঝড়টি বাংলার বুকে আছড়ে পড়বে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন আবহাওয়াবিদেরা। এমনকি বুলবুলের গতিপথ নিয়েও বেশ ধন্দে ছিলেন তাঁরা। একাধিকবার গতিপথ পরিবর্তন করছে বুলবুল। বর্তমানে বুলবুল পারাদ্বীপ থেকে ৩৫০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিম ও সাগর থেকে ৬০০ কিমি দূরে অবস্থান করছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে বুলবুল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উপকূলের আরও কাছাকাছি আসবে। শনিবার সকালে প্রথমে এরাজ্য, পরে বাংলাদেশের খেপুপাড়া এলাকায় বুলবুলের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী কয়েক ঘন্টায় যা আরও তীব্র হবে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়। ফলে, রাজ্যের উপকূলীয় অংশে ভারী বৃষ্টির সঙ্গেই বইবে ঝোড়ো হাওয়া। হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বেলা বাড়তেই কলকাতা ও পার্শবর্তী জেলাগুলোতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। উপকূলীয় অংশে রয়েছে দামকা হওয়ার দাপট।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলোর সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করেছে কেন্দ্র। ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মুখ্য সচিবের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। বুলবুলের তাণ্ডব মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বুলবুলের জেরে আগামী কয়েকদিন কলকাতায় বৃষ্টি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবাহওয়া দফতর। শাহরবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি পরবর্তী ১২ ঘন্টায় বঙ্গোপসাগরের উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে দিকে এগোলেও শনিবার সকালে তা ফের বাঁক খেয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হবে এবং তারপরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসবে। বুলবুলের গতি পথের দিকে নজর রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের মহা নির্দেশক মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। বুলবুলের জেরে শনিবার দুই ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এছাড়া বৃষ্টি হবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলির কিছু অংশে। শুক্রবার থেকেই সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় হাওয়ার গতিবেগ আরও বাড়বে। বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা ও নদিয়াতেও। আগামী রবিবার সকালের দিকে রাজ্যের এইসব জেলায় বৃষ্টির পরিমান বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় হাওয়ার বেগ আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সুন্দরবনে শনিবার হাওয়ার বেগ ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ১১০-১৩৫

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে উপলক্ষ্যে শহরে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালির মাধ্যমে এক্স রশ্মির সুফল কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়। উদ্যোক্তারা বলেন এক্স রশ্মি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এক্স রশ্মির ক্ষতিকারক দিকগুলির কথাও তারা উল্লেখ করেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি এফ রেডিওগ্রাফার এন্ড টেকনোলজিস্ট ত্রিপুরা চাপ্টারের সচিব সুমন কুমার ঘোষ।

এনএসইউআই'র প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দশার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে রাজ্যের প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। রাজধানী আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে এন এস ইউ আই রাজ্য সহ সভাপতি সম্রাট রায় বলেন, ২০১৬ সালে নোট বন্দির ফলে দেশের অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর প্রভাব পড়েছে ছাত্র সমাজের উপরও।

এরাজ্যেও শিক্ষার হাল বেহাল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। রাজ্য সরকার ৯৬১টি স্কুল বন্ধ করে দেবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। বেকার সমস্যা পড়ছে। গোটা দেশেই সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

আশা কর্মীদের র‍্যালী ও গণধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। ন্যূনতম বেতন ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ত্রিপুরা আশা কর্মী সমিতি আগরতলায় র‍্যালি ও গণধর্না সংগঠিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলা শাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়েছে। র‍্যালিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের সম্পাদিকা স্বপ্না দাস বলেন, আশা কর্মী সহযোগিদের ২০ দিনের বদলে ৩০ দিনের কাজ দিতে হবে, আশা ও সহকর্মীদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, প্রতিমাসে ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন এবং সহযোগীদের ২৪ হাজার টাকা বেতন প্রদান করতে হবে। মোট ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

তুষারপাত চলছেই কাশ্মীর উপত্যকায়, শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে উড়লই না বিমান

জম্মু ও শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর (হি.স.): একটানা তুষারপাত হয়েই চলেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। তুষারপাত থামার কোনও লক্ষণ নেই। বিদ্যুৎ নেই কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ ততরতায় সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলছেঊ রাস্তা থেকে পরিষ্কার করা হচ্ছে বরফ। কিন্তু, তুষারপাত তো থামছেই না। শুক্রবার তুষারপাত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার বাটোতে, রাজৌরি প্রভৃতি অঞ্চলেঊ তুষারপাতের কারণে শুনশান উপত্যকার রাস্তাঘাটঊ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে না।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে তুষারপাতের কারণে বৃহস্পতিবারই বাতিল করা হয়েছিল সমস্ত উড়ান। রানওয়েতে বরফ জমে যাওয়ায় উড়ান বিপর্যস্ত হল শুক্রবারও। এদিন শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে উড়ল না ইন্ডিগোর কোনও বিমানঊ ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রানওয়েতে বরফ জমে যাওয়ায় শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে এদিন কোনও বিমান ওঠানামা করেনি।

বৃহস্পতিবার রাতেই জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারান একজন যুবক। উধমপুর জেলার চেনানি বেল্ট-এ বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে বিট্টু নামে একজন যুবকের। এছাড়াও প্রবল তুষারপাতের কারণে বৃহস্পতিবার রাতে মুঘল রোডে আটকে ১৩ জন যাত্রী। সুরক্ষা বাহিনীর ততরতায় ওই ১৩ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারসাম্য বজায় রাখতে এসসিও হল সর্বোচ্চ মঞ্চ ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারসাম্য গড়ে তোলার জন্য সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) হচ্ছে সর্বোচ্চ মঞ্চ। এসসিও সদস্য গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠকে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার বিপর্যয় মোকাবিলা রোধে এসসিও-র দশম সম্মেলনে অমিত শাহ জানিয়েছেন, কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকের আয়োজিত এসসিও ১৯তম সম্মেলনে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এসসিও গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যৌথ মহড়ায় উপরও জোর দিয়েছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের আগস্টে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যৌথ মহড়া করার প্রস্তাব ভারত দিয়েছিল। যা আজ পূর্ণতা পেল। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছে, আগামী চারদিন পর্যন্ত চলা এসসিও গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়ায় আদান প্রদানের মধ্যে সাফল্য আসবে। এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিশ্বের ২০ শতাংশ জমির অধিকারি এবং বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুস এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে বসবাস করে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী আরও সুদক্ষ হয়ে উঠবে। এখন ভূমিকম্প, বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তনে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা প্রয়োজন। আগামী দিনে যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগাম তথ্যও এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। শহরাঞ্চলে ভূমিকম্প হলে তার সঙ্গে মোকাবিলা কি ভাবে করা যায়, তা এই যৌথ মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আর্থিক জরিমানা করল আদালত

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আর্থিক জরিমানা করল সে দেশের একটি আদালত। নিজের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল অপব্যাবহারের দায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২০১৬ সালে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে নিজের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল অপব্যাবহারের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০ লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা করেছেন দেশটির একটি আদালত। বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কের একটি আদালত ট্রাম্পকে এ জরিমানা করেছে। এর আগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থে নিজ দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'দ্য ডোনাল্ড জে (জুনিয়র) ট্রাম্প ফাউন্ডেশন'র অর্থ ব্যবহারের অভিযোগ তোলে আইনজীবীরা। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবারের রায়ে জরিমানা করার পাশাপাশি বিচারক সালিয়ান স্কারপুলা নির্দেশ দেন, ট্রাম্প বা তার বড় ৩ সন্তানের নামে চালানো কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। শীঘ্রই ট্রাম্পকে এই জরিমানা শোধ করতে কড়া নির্দেশ দেন বিচারক। ২০১৬ সালে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে ট্রাম্প আইন লঙ্ঘন করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের টাকা ব্যবহার করেন।

এদিকে বরাবরের মত অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। এটি তার বিরোধী পক্ষ ডেমোক্র্যাটদের চাল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ডেমোক্র্যাটরা তাকে 'মামলায় ফাঁসাতে যে কোনো কিছু করতে পারে' বলে অভিমত ট্রাম্পের।

উমাকান্ত এলামনির উদ্যোগে সচেতনতা মূলক কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। উমাকান্ত এলামনির পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে পথ সচেতনতামূলক এক কর্মসূচী পালন করা হয়। রাজ্যে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। তাতে প্রাণহানী ও পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই। সে কারণেই যানবাহন যাতে দ্রুত বেগে চলাচল না করে, হেলমেট ছাড়া যাতে কেউ বাইক না চালান। সেবিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষেই এই প্রয়াস। উমাকান্ত এলামনির সেক্রেটারি সুভাষীশ মজুমদার জানান, রাজধানীর আই জি এম চৌমুহনি, গণরাজ চৌমুহনি ও উত্তর গেইটে এ উপলক্ষে জনগণ ও যান বাহনের চালকদের সচেতন করা হয়।

ইসরো-র সাফল্য, ভারতের মহাকাশ গবেষণার পাঁচ দশক

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ'। ১৯৬৯ সালে তার নাম হয় ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)। এ বছর ৫০ বছর পূর্ণ করল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই ৫০ বছরে পৃথিবীর প্রথম সারির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্টিত করেছে ইসরো। আমেরিকা, চিন, রাশিয়ার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণায় পাল্লা দিচ্ছে ভারত। গত পাঁচ দশকে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে ইসরো। তার পিছনে অবশ্য রয়েছে হাজার হাজার বিজ্ঞানীর কঠিন পরিশ্রম ও নিরলস অধ্যবসায়। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই পাঁচ দশকে ইসরোর সাফল্যের খতিয়ান।

১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর ভারতের মিসাইল ম্যান ভারতরত্ন প্রাপক তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এ পি জে আবদুল কালাম কেরলের এক গির্জার বাইরে থেকে ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট পাঠান আকাশে। সেই শুরু। তারপর এখনও পর্যন্ত ৭৫টি লঞ্চ মিশন করেছে ইসরো। ১০৬টি স্পেসক্রাফট মিশন কনডাক্ট করা হয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তরফে। এ ছাড়াও এখনও পর্যন্ত মোট ২৯৭টি বিদেশি স্যাটেলাইটও মহাকাশে পাঠিয়েছে এই সংস্থা। ৩৩টি দেশ থেকে এই সব স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে ইসরো। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি মাত্র মহাকাশযান পিএসএলভি সি৩৭ এর মাধ্যমে ১০৪টি স্যাটেলাইট একসঙ্গে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। তারমধ্যে ভারতের একটি কার্টোস্যাট স্যাটেলাইট ছাড়া আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস, সুইৎজারল্যান্ড, কাজাখস্থান, ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ১০৩টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়।

যে সব মহাকাশযানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে সেগুলি হল, এসএলভি-৩, এএসএলভি, পিএসএলভি, জিএসএলভি, জিএসএলভি এমকে-৩, আরএলভি টিডি, এসআরই-১, স্ক্র্যামজেট, মার্স অরবিটর মিশন, চন্দ্রযান ১, কেয়ার, অ্যাস্ট্রোস্যাট ও চন্দ্রযান ২। ভারতের পাঠানো মঙ্গলযান ইতিমধ্যেই মঙ্গলের কক্ষপথে পাঁচ বছর কাটিয়ে ফেলেছে। এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে মঙ্গলযান।

এখনও পর্যন্ত মহাকাশে মোট ৫৪টি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সেগুলি হল, আর্যভট্ট, ইনস্যাট ৩সি, কল্পনা ১, ইনস্যাট ৩এ, ইনস্যাট ৪এ, ইনস্যাট ৪বি, ইনস্যাট ৪সিআর, জিস্যাট ৮, জিস্যাট ১২, জিস্যাট ১০, আইআরএনএসএস ১এ, ইনস্যাট ৩ডি, জিস্যাট ৭, জিস্যাট ১৪, আইআরএনএসএস ১বি, আইআরএনএসএস ১সি, জিস্যাট ১৬, আইআরএনএসএস ১ডি, জিস্যাট ৬, জিস্যাট ১৫, জিস্যাট ১৮, জিস্যাট ৯, জিস্যাট ১৯, জিস্যাট ১৭, জিস্যাট ২৯, জিস্যাট ১১, জিস্যাট ৭এ, জিস্যাট ৩১, আইআরএনএসএস ১ই, আইআরএনএসএস ১এফ, আইআরএনএসএস ১জি, আইআরএনএসএস ৩ডিআর, আইআরএনএসএস ১আই, কার্টোস্যাট ১, কার্টোস্যাট ২, কার্টোস্যাট ২এ, রিস্যাট ২, ওসেনস্যাট ২, কার্টোস্যাট ২বি, রিসোর্সস্যাট ২, মেগাট্রপিকিউস, রিস্যাট ১, সরল, কার্টোস্যাট ২ (সিরিজ স্যাটেলাইটস), স্ক্যাটস্যাট, রিসোর্সস্যাট ২এ, কার্টোস্যাট ২ (সিরিজ স্যাটেলাইটস), কার্টোস্যাট ২ (সিরিজ স্যাটেলাইটস), কার্টোস্যাট ২ (সিরিজ স্যাটেলাইটস), এইচওয়াইএস আইএস, রিস্যাট ২বি, আইএনএস ১এ, আইএনএস ১বি, আইএনএস ১সি, ও মাইক্রোস্যাট।

এইসব স্যাটেলাইটগুলি মহাকাশে মূলত কয়েকটি কারণে পাঠানো হয়। এই স্যাটেলাইটগুলি থেকে দেশের পরিবেশ, জলের স্তরের প্রকৃতি, নগরায়নের প্রকৃতি, জঙ্গলের পরিমাণ, সমুদ্রের তলদেশের প্রকৃতি, মাটির প্রকৃতি, ভূ-বিপর্যয় সংক্রান্ত বিষয়, কৃষি, নক্ষত্রের হাল হকিকত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজর রাখা হয়ে থাকে। ভারতের সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে এই সব স্যাটেলাইটের কাজ।

ভারতের পরবর্তী স্পেস প্রোগ্রামগুলি হল মঙ্গলযান ২, গগনযান, আদিত্য প্রমুখ। এই কাজেই নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানীর দল। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার এই সাফল্য স্বীকার করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা-র মতো মহাকাশ গবেষণা সংস্থাও। ভবিষ্যতের সাফল্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।